# বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি
# ও
# East Asian-Australasian Flyway Network Sites

## বন অধিদপ্তর
## পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

EAAFP

East Asian-Australasian Flyway Partnership

# বাংলাদেশের ও পরিযায়ী পাখি

## East Asian-Australasian Flyway Network Sites


**সার্বিক তত্ত্বাবধানে**

মিহির কুমার দো

**প্রচ্ছদ ও অলংকরণ**

ইবতিসামুল জান্নাত মীম

**সম্পাদনা**

মোঃ গোলাম রাব্বী
ফা-হু-জো খালেক মিলা
ইবতিসামুল জান্নাত মীম

**তথ্য ও অন্যান্য**

আয়েশা আক্তার ঝিলিক

**প্রকাশনায়**

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল
বন ভবন আগারগাঁও, ঢাকা।

**মুদ্রণ ও কম্পোজ**

প্যাসিফিক প্রিন্টার্স
গাউসুল আযম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।



© বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।



মার্চ, ২০২০

Citation: Rabbi, M.G., Mila, F.T.Z.K., Mim, E.Z. Migratory Birds of Bangladesh and East Asian-Australasian Flyway Network Sites, Bangladesh Forest Department, March 2020.

Lesser Sand Plover
Sonadia Island

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ও এদের সংরক্ষণের গুরুত্ব | ০১-০৬ |
| নিঝুম দ্বীপ | ০৭-২২ |
| সোনাদিয়া দ্বীপ | ২৩-৩৮ |
| হাকালুকি হাওর | ৩৯-৫২ |
| টাঙ্গুয়ার হাওর | ৫৩-৬৮ |
| হাইল হাওর | ৬৯-৮২ |
| গাঙগুইরার চর | ৮৩-৯৯ |
| Extinct Species of Bangladesh (IUCN Redlist 2015) | ১০০ |
| পরিযায়ী পাখি সচেতনতা বিষয়ক লিফলেট | ১০১ |
| বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণী অপরাধ সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর | ১০২-১০৪ |
| List of notified Protected Areas of Bangladesh | ১০৭ |
| বন ও পরিবেশ সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | ১০৮ |

Little Tern

প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর

# মুখবন্ধ

পাখি আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০ প্রজাতির শীতকালীন পরিযায়ী পাখি এবং অবশিষ্ট পরিযায়ী পাখি বছরের অন্য সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। পাখির আবাসস্থল ধ্বংস; বন ও গ্রামীন গাছগাছালি হ্রাস; জলাভূমির জবরদখল; পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল হাওর-বাওরে ব্যাপকহারে মাছ ধরা; নদী ও সমুদ্রের নতুন চরে জেলেদের উৎপাত; পাখি ধরা ও বিক্রির জন্য ইতোমধ্যে আমাদের দেশে পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া জলাভূমিতে কৃষি সম্প্রসারণ; অধিক ফলনসীল শস্য উৎপাদনের জন্য যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ; কলকারখানার বর্জ্য ও কীটনাশকের প্রভাবে পানি দূষণ; বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন; সমুদ্রের পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং নতুন জেগে ওঠা চরে মানুষের বসতি স্থাপনের কারণে পাখির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমন, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ প্রনয়ণ এবং উক্ত আইনের ১নং ও ২নং তফসীলে ৬৫০ প্রজাতির পাখি Protected Bird হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরিযায়ী পাখি শিকার হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asian-Australasian Flyway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে Flyway Network Site হিসেবে ঘোষণা করেছে। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যাক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সারাদেশে ৪টি অঞ্চলে উদ্ধারকৃত ও আহত পাখিকে সেবাদান করার জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক "বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ও East Asian-Australasian Flyway Network Sites" শীর্ষক বইটি প্রকাশের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ও তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে জানা যাবে এবং তা বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি পাখি গবেষক, পরিবেশবিদ, পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)

# কিছু কথা

বাংলাদেশে প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি রয়েছে। এ সকল জলাভূমি পরিযায়ী পাখি বছরের বিভিন্ন সময় তাদের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। শীতকালে আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা সর্বাধিক। বিশেষত বৃহত্তর সিলেট এলাকার টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর ও বাইক্কা বিলসহ বিভিন্ন জলাভূমি এলাকায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এ সমস্ত এলাকা একদিকে যেমন মিঠা পানির মাছের জন্য সমৃদ্ধ অন্যদিকে পাখির আবাসস্থলের জন্য খুবই উপযোগী।

পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর যে ভৌগলিক পথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিতভাবে পরিভ্রমণ করে থাকে তাকে উড়ন্ত পথ (Flyway) বলে। পৃথিবীতে ৯টি Flyway Network আছে। বাংলাদেশ East Asian-Australasian Flyway (EAAF) ও Central Asian Flyway (CAF) এর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asian-Australasian Flyway Partnership) এর সদস্য হয় এবং ৬ টি এলাকাকে Flyway Site ঘোষণা করা হয়েছে এগুলো হলো: টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইরার চর। বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি জরিপ এবং বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কার্যক্রম অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু ৬ টি EAAFP Flyway Sites এর ভৌগলিক অবস্থান, জীববৈচিত্র্য, বৈশ্বিক গুরুত্ব, পরিযায়ী পাখির সঠিক তথ্য, হুমকিগ্রস্ত পরিযায়ী পাখির তালিকা, Sites সমূহের হুমকিসমূহ এবং পর্যটনের সঠিক তথ্য একত্রীভূত করে কোন প্রকাশনা ইতিপূর্বে করা হয়নি। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিযায়ী পাখি ও ৬ টি EAAFP Flyway Sites এর হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি পাখি গবেষক, পরিবেশবিদ, পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসবে।

আমাদের স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি আমাদের দেশের পরিবেশ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশে সহায়তা করছে। কাজেই পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল হাওর-বাওর ও বিলসহ সকল আবাসস্থল সংরক্ষণ করা ও তাদের নিরাপত্তায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাখ-পাখালির কলতানে আমাদের দেশ ভরে উঠুক এই প্রত্যাশা করছি।

(মিহির কুমার দো)
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা।

# বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি ও এদের সংরক্ষণের গুরুত্ব

পরিযায়ী পাখি (Migratory Birds) প্রতি বছর যে ভৌগলিক পথে (Geographical Route) এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নিয়মিতভাবে পরিযায়ন করে থাকে তাকে উড়ন্ত পথ (Flyway) বলে। পরিযায়ী (Migration) হওয়ার মূল কারণগুলোর মধ্যে ঋতু পরিবর্তন, খাদ্যের স্বল্পতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বংশানুক্রমিক ধারা অন্যতম। শীত মৌসুমে হিমালয় পর্বতমালা, সাইবেরিয়া ও কদাচিৎ উত্তর মেরু থেকেও কিছু পাখি আমাদের দেশে প্রতি বছরই আসে এবং আবার ফিরে যায়। বার্ষিক এই আসা-যাওয়াই হচ্ছে পাখির পরিযায়ন, অভিপ্রায়ন বা মাইগ্রেশন। অভিপ্রায়ত পাখিকে আমরা বলি শীতের পাখি, অতিথি পাখি, পরিব্রাজক, যাযাবর বা পরিযায়ী পাখি।

আমাদের দেশে মূলত দু'টি কারণে পরিযায়ী পাখি আসে। এদের এক দল কেবল এদেশেই আসে এবং এখান থেকেই ফিরে যায়। অন্য দল বাংলাদেশ থেকে আরো দক্ষিণে যায়। তারা এই আসা যাওয়ার সময় বাংলাদেশে কিছু সময় ব্যয় করে। পরিযায়নের জন্য শীতের পাখিদের দেহে কিছু বাহ্যিক এবং কিছু অভ্যন্তরীণ প্রভাবক কাজ করে। প্রথম উদ্দীপক হচ্ছে চামড়ার নীচে খুব পুরু হয়ে জমে উঠা চর্বি। দ্বিতীয় হচ্ছে, আবহাওয়াগত যেমন দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, দৈনিক গড় তাপমাত্রা এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।

সারা পৃথিবীতে পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৯৯০০-১০,০০০টি আছে বলে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। ভারতীয় উপমহাদেশের পাখি প্রজাতির সংখ্যা ১২০০টি এবং বাংলাদেশে ৫৬৬ প্রজাতি পাখি আছে বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। তবে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ড. রেজা খানের মতে আমাদের দেশে ৭৩৬ প্রজাতির পাখি আনাগোনা করে থাকে। আমাদের দেশে আবাসিক প্রজাতির পাখির সংখ্যা প্রায় ৩০১টি এবং অবশিষ্ট প্রজাতির পাখি পরিযায়ী। ২৬৫ প্রজাতির পরিযায়ী পাখির মধ্যে শীতকালে দেখা যায় প্রায় ১৬০, গ্রীষ্মকালে ৬ ও বসন্তকালে ১০ প্রজাতির পাখির আগমন ঘটে থাকে এবং অবশিষ্ট পাখি স্থানীয়ভাবে পরিযায়ী (Locally migratory)। ইতোমধ্যে আমাদের দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ১৯ প্রজাতির পাখি যেমন- গোলাপী-শির হাঁস, বাদি হাঁস, ময়ুর ও রাজ শকুন বিলুপ্ত (Extinct) হয়ে গেছে। মহাবিপন্ন (Critically Endangered) প্রজাতির তালিকায় রয়েছে ১০ প্রজাতি, ১২ প্রজাতি বিপন্ন (Endangered) ও ১৭ প্রজাতি সংকটাপন্ন (Vulnerable)। সাম্প্রতিককালে একটি সমীক্ষায় দেখা যায় দেশে পরিযায়ীর পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ২৫০-৩০০টি।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শীতের পাখি আসে ভরা শীতে মানে পৌষ ও মাঘে। অধিকাংশ শীতের পাখি আসে সাইবেরিয়া থেকে। এ ধারণা সম্পূর্ন সঠিক নয়। অনেক সময় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এবং আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে প্রথম শীতের পাখি বাংলাদেশে আসে। Common Sandpiper দেশের প্রায় সব এলাকায় অল্প সংখ্যক পৌছায়। এ সময় হাজারো আবাবিল পৌছায় টেকনাফ থেকে কুমিল্লা এবং জামালপুর, ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকায়। ঢাকা শহরে আগষ্টের মধ্যে চলে আসে বাদামী-কসাই (Brown Shrike), লালবুক-চটক (Taiga Flycatcher) এবং শীতের ভুবন-চিল (Black Kite)। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আসে খঞ্জন, চাপাখি, কাদাখোঁচা, চ্যাগা, গুলিন্দা, বাটান, জিরিয়া, জল কবুতর, ওয়ার্বলার, চটক প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলে। হাওরে চর এবং খাড়ি অঞ্চলে হাঁস আসতে শুরু করে অক্টোবরে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী এই তিন মাস দেশের সর্বত্র শীতের পাখি সর্বাধিক দেখা যায়।

## পরিযায়ী পাখির পরিযায়ন পথ

পরিযায়ী পাখির পরিযায়ন পথ নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। কোন প্রজাতির পাখি কখন আসে যায় সেটা জানার জন্য বিশেষ এক ধরণের জাল পেতে-পাখি ধরে তাদের পায়ে, এক ধরণের হালকা এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী নম্বরযুক্ত রিং পরিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন প্রজাতির ও আকারের পাখির জন্য বিভিন্ন আকারের রিং থাকে। বিশেষ এই রিংগুলো তৈরির সময় রিং এ দেশ ভিত্তিক একটি নম্বর দেয়া হয়। দেশের নাম ও সেই সাথে উল্লেখ থাকে, যাতে করে কোন স্থানে রিং পরানো পাখি দেখা বা জালে পাওয়া গেলে পাখিটির পরিযায়ন পথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। একই সাথে ঐ দেশের রিংগিং গ্রুপ বা দলকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়। এছাড়া বর্তমানে স্যাটেলাইট কলার (Satellite Colar), রেডিও কলার, ডিজিটাল ট্যাগ ও মাইক্রোচিপস ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্ত পাখিবিদগণ সংগ্রহ করছেন।

Indian Skimmer
Nijhum Dweep

পৃথিবীতে ৯টি Flyway Site Network আছে যা নিম্নরূপ ঃ-

- East Asian- Australasian Flyway
- East Atlantic Flyway
- Black Sea/Mediterranean Flyway
- West Asian-East African Flyway
- Central Asian Flyway
- West Pacific Flyway
- Pacific Americas Flyway
- Mississippi Americas Flyway
- Atlantic Americas Flyway

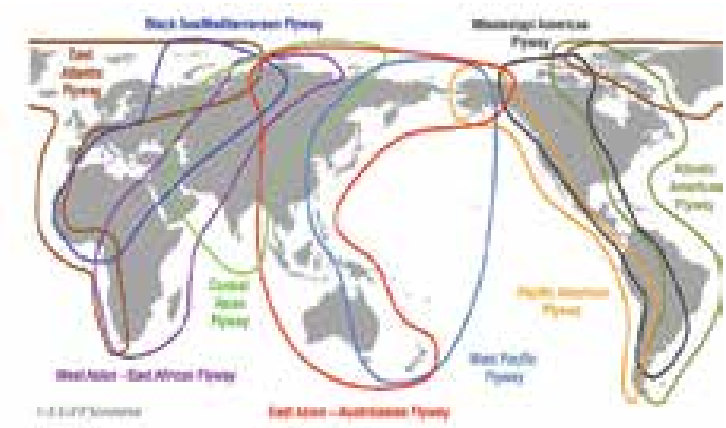

বাংলাদেশ East Asian-Australasian Flyway (EAAF) এবং Central Asian Flyway এর অন্তর্ভুক্ত। East Asian-Australasian Flyway Partnership ৬ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। EAAFP এর সদর দপ্তর দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অবস্থিত। EAAFP এর বর্তমানে ৩৭ টি Partners রয়েছে এর মধ্যে ১৮ টি দেশ, ৬ টি Intergovernmental agencies , ১২ টি International NGOs এবং ১ টি International private enterprise। এই Flyway Partnership উদ্দেশ্য হল সরকার, সাইট ম্যানেজার, বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা, শিল্প ও সকল স্তরেরসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা এবং সহযোগিতা প্রচারের জন্য একটি ফ্লাইওয়ে বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা এবং পরিযায়ী পাখি এবং তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা। EAAF এর আওতায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিংঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড ও পূর্ব তিমুরসহ ২২ টি দেশে পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে EAAF এই উড়ন্ত পথে পৃথিবীর ২৫০ প্রজাতির প্রায় ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি (৫ কোটি) চলাচল করে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ২৮টি পরিযায়ী পাখি আন্তর্জাতিকভাবে মহাবিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

## বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন পরিযায়ী পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে আসে।

## পাখির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ

পাখির আবাসস্থল ধ্বংস; বন ও গ্রামীণ গাছগাছালি হ্রাস; জলাভূমির জবরদখল; পরিযায়ী পাখির জলাভূমি হাওর-বাওরে ব্যাপকহারে মাছ শিকার; নদী ও সমুদ্রের নতুন চরে জেলে এবং শিকারীদের উৎপাত; যথেচ্ছ ভাবে পাখি শিকার ও নিধনের ফলে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে আশংকা জনকভাবে পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া জলাভূমিতে কৃষি সম্প্রসারণ; অধিক ফলনসীল শস্য উৎপাদনের জন্য যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ; চোরা শিকারি কর্তৃক ব্যাপক হারে পরিযায়ী পাখি শিকার ও বিক্রি; কলকারখানার বর্জ্য ও কীটনাশকের প্রভাবে পানি দূষণ; বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন; সমুদ্রের পানি লবণাক্ততার বৃদ্ধি এবং নতুন জেগে ওঠা চরে মানুষের বসতি ও কৃষি জমির সম্প্রসারণের কারণে পাখির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

## পাখি সংরক্ষণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পাখিদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বলে শেষ করা দুরূহ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ডিম, মাংস ইত্যাদি আহার করে থাকি তা আসে প্রধানত: খামারজাত পাখি থেকেই। তবে অনেক দেশে প্রকৃতি থেকে পাখি ধরে মাংস হিসাবে বাজারজাত করছে। সুতরাং খাদ্যের উৎস হিসেবে পাখি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাখি ইঁদুর এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ খেয়ে আমাদের শস্যের উপকার করছে এবং একই সাথে নোংরা আবর্জনা খেয়ে আমাদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। শকুন, কাক, চিল না থাকলে গ্রামাঞ্চলের একটি প্রাণীর মৃতদেহ থেকে পুরো এলাকার আবহাওয়া দূষিত হতে পারতো।

কোন কোন বীজ আছে সেগুলো কাক বা অন্য পাখির পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে ঘুরে না এলে তা থেকে উদ্ভিদ হবে না। আর এসব পাখিদের সাহায্যে দূর-দূরান্তের গাছের বীজ চলে আসে নতুন জায়গাতে।

ফুলের পরাগায়ণেও পাখিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত: ছোট ছোট পাখিরা যখন এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যায় তখন পালকে ফুলের পরাগরেণু মেখে নেয়। এভাবে পরাগায়ণ হয়ে ফুল থেকে ফল হয়। চড়ুই বা অন্য পাখিরা খেতের ধান খেয়ে আদৌ কোন ক্ষতি করে কিনা, বা কতটুকু ক্ষতি করে সেটা নির্ণয় সাপেক্ষ। বাংলাদেশে চড়ুইসহ অন্যান্য পাখি কেবল ধানই খায় না, ধানের ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীটপতঙ্গও খেয়ে থাকে। সুতরাং এদেরকে শস্যের ক্ষতিকারক বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এভাবে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত হয়ে আছে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি।

পাখি আমাদের প্রতিবেশের (Ecosystem) অংশ এবং এদের সংখ্যা হ্রাস পেলে তার প্রভাব আমাদের উপর পরবে।

আমাদের দেশের হাওর-বাওর ও চরাঞ্চলে পরিযায়ী পাখি দেখার জন্য হাজার-হাজার দেশি-বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটে থাকে। পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করার জন্য পরিযায়ী পাখি ও আবসস্থল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

## পাখি মৃত্যুর প্রধান কারণ

জাতিসংঘের UNEP (United Nation Environment Programme), CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর ০৯-১০ মে তারিখে পরিযায়ী পাখি দিবস (World Migratory Bird Day) পালিত হয়ে আসছে। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সমীক্ষামতে প্রতিবছর মারা যাওয়া পাখির সংখ্যা এবং প্রধান কারণ হলো:

| মৃত্যুর কারণ | প্রতি বছরে মৃত পাখির সংখ্যা |
|---|---|
| অন্যান্য (পাখির আবাসস্থলে তেল উপচে পড়া, মাছ ধরার জাল/ফাঁদ ইত্যাদি) | অসংখ্য (সর্বাধিক) |
| ঘর-বাড়ি এবং বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরী | ৫৫০,০০০,০০০ |
| বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন | ১৩০,০০০,০০০ |
| বিড়াল | ১০০,০০০,০০০ |
| মোটরগাড়ি | ৮০,০০০,০০০ |
| কিটনাশক | ৬৭,০০০,০০০ |
| মোবাইল ফোন টাওয়ার | ৪,৫০০,০০০ |
| বায়ু টারবাইন | ২৮,৫০০ |
| উড়োজাহাজ | ২৫,০০০ |

বাংলাদেশে পাখি মৃত্যুর সঠিক তথ্য ও উপাত্ত আমাদের হাতে নেই। তবে প্রতিদিন সারাদেশে বিভিন্ন জাতের পাখি শিকার ও নিধনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই আমাদের দেশ থেকে পাখি বিলুপ্ত ও বিপন্ন হয়ে যাবে।

## জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব

বাংলাদেশে প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি রয়েছে। এর মধ্যে নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর, লেক-পুকুর, ঝর্ণা, সমুদ্র উপকূল ইত্যাদি। এ সকল এলাকায় পরিযায়ী পাখি বছরের বিভিন্ন সময় বিচরণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

শীতকালে আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা সর্বাধিক। বিশেষত বৃহত্তর সিলেট এলাকার টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর ও বাইক্কা বিলসহ বিভিন্ন জলাভূমি এলাকায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। এ সমস্ত এলাকা একদিকে যেমন মিঠা পানির মাছের জন্য সমৃদ্ধ অন্যদিকে পাখির আবাসস্থলের জন্য খুবই উপযোগী।

## পাখি সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ

পাখি আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাখিসহ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ-

১। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ প্রণয়ন এবং উক্ত আইনের ১নং ও ২নং তফসিলে ৬৫০ প্রজাতির পাখি Protected Bird হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। পরিযায়ী পাখি শিকার বা হত্যার জন্য সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

৩। সুন্দরবন ও টাংগুয়ার হাওয়ারকে Ramsar Site ঘোষণা করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flyway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬টি এলাকাকে Flyway Site ঘোষণা করেছে এর মধ্যে টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, গাঙ্গুইরার চর, নিঝুম দ্বীপ।

৫। সারাদেশে পাখি ব্যবসায়ীদেরকে বন্য পাখি ধরা বা বিক্রয় না করার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান আছে।

৬। পাখিসমৃদ্ধ এলাকা ও পাখিপ্রেমী ব্যাক্তিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য Bangabandhu Award for Wildlife Conservation প্রদান করা হচ্ছে।

৭। স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য সারাদেশে সভা সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে।

৮। বিরল প্রজাতির শকুনের মরনঘাতী ঔষধ ডাইক্লোফেনাক উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সুন্দরবন ও সিলেটে ২টি Vulture Save Zone ঘোষণা করা হয়েছে।

৯। সারাদেশে ৪টি অঞ্চলে উদ্ধারকৃত ও আহত পাখিকে সেবাদান করার জন্য বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

# নিঝুম দ্বীপ

# Nijhum Dweep

## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 102)

# “নিঝুম দ্বীপ”
# Nijhum Dweep

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 102)

## ভৌগলিক অবস্থান

“নিঝুম দ্বীপ (Nijhum Dweep)” বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনা মুখে অবস্থিত। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। আয়তন প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর। ১৯৪০ এর দশকে এই দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর হতে জেগে উঠা শুরু করে। নিঝুম দ্বীপের পূর্ব নাম ছিলো চর-ওসমান। তবে এটি ইছামতীর চর নামেও পরিচিত ছিল । ২০১৩ সালে দ্বীপটি জাহাজমারা ইউনিয়ন হতে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

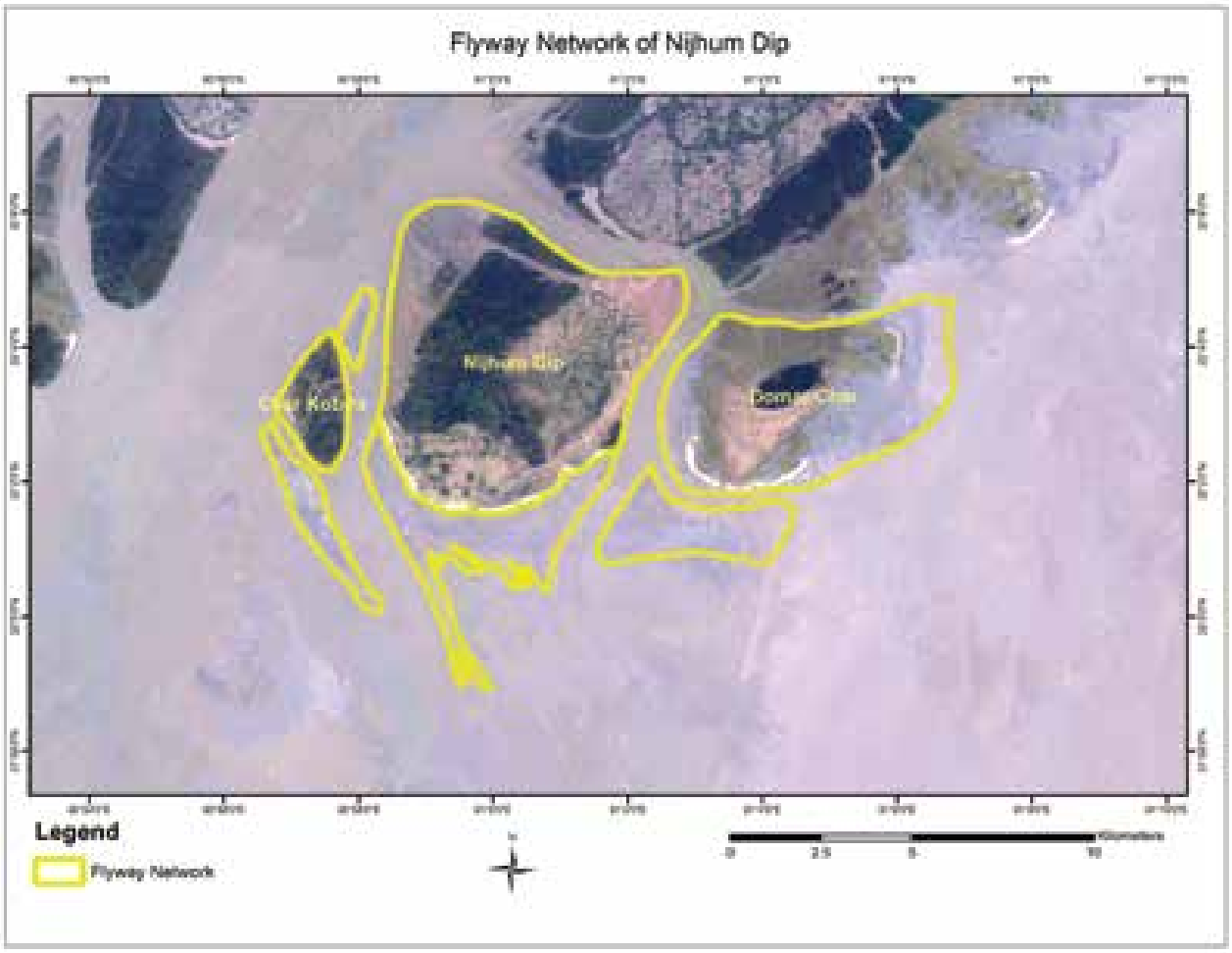


মানচিত্রঃ নিঝুম দ্বীপ

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

নিঝুম দ্বীপ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদী মোহনায় অবস্থিত। কারণ প্রতিবছর প্রায় দশ টনেরও বেশি পলিমাটি এ অববাহিকায় জমা হয়। এখানে প্রতিবছর একহাজার চারশত কিউবিক স্বাদু পানির স্রোত এসে মেশে। এই বিপুল স্বাদু পানির স্রোত, পলিমাটি এবং রাসায়নিক উপাদান নিঝুম দ্বীপের আশেপাশের জলজ পরিবেশকে উর্বর করে তোলে। যা পরবর্তীতে সামুদ্রিক প্রাণী প্রজাতির সমূহের জন্য বসবাসের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। নিঝুম দ্বীপ ১১টি চরের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বীপ। ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার দ্বীপটির ১৬৩৫২.২৩ হেক্টর এলাকাকে নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে।

বিশাল ম্যানগ্রোভ বন নিয়ে গড়ে ওঠা নিঝুম দ্বীপের প্রধান গাছ কেওড়া, গেওয়া ও বাইন। বাংলাদেশ বন বিভাগ ৭০-এর দশকে এই দ্বীপে উপকূলীয় বনাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। ২০ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হয়। এছাড়াও প্রায় ২১ প্রজাতির বৃক্ষ ও ৪৩ প্রজাতির লতাগুল্ম আছে এই দ্বীপে। ১৯৭৭ সালে প্রথম এ বনে ২০টি হরিণ, ৪টি বানর এবং ১টি অজগর সাপ ছাড়া হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় বিশ হাজারেরও বেশি । বর্তমানে চিত্রা হরিণ ছাড়াও প্রায় ৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৯৭ প্রজাতির পাখি, ১৬ প্রজাতির সরীসৃপের সমন্বয়ের এই দ্বীপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিক থেকে অতুলনীয়। উল্লেখ্য, শীতকালে অতিথি পাখির বিচরণে এই দ্বীপ অনন্য এক রূপ ধারণ করে। সমগ্র বাংলাদেশে অতিথি পাখির যেই অপূর্ব বিচরণ দেখা যায়, তার মধ্যে অভিন্ন, অনিন্দ্য এবং বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের দেখা মেলে এই দ্বীপে।

চামচঠুঁটো-বাটান
**Spoon-billed Sandpiper**

## নিঝুম দ্বীপের বৈশ্বিক গুরুত্ব

বঙ্গোপসাগরের কোলে উত্তর ও পশ্চিমে মেঘনার শাখা নদী, আর দক্ষিণ এবং পূর্বে সৈকত ও সমুদ্র বালুচরবেষ্টিত ছোট্ট সবুজ ভূখন্ড নিঝুম দ্বীপ। ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবনের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে দাবি করা এই দ্বীপটি সামুদ্রিক পাখির পরিযায়নের পথ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে, বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০-২০,০০০ পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এই এলাকা জুড়ে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরল ও বিপন্ন কিছু প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে এখানে। বিশ্বব্যাপী অতি বিরল ও মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো বাটান (*Calidris pygmaea*) এদের মধ্যে অন্যতম। এই অতি বিরল পাখিটি নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন দমার চর ও বিরবিরার চরে প্রায়শই দেখা যায়। পৃথিবীব্যাপী এই পাখির সংখ্যা মাত্র ২৪০ থেকে ৪০০। মহাবিপন্ন এই পাখির প্রজননক্ষেত্র রাশিয়ায় আর বাংলাদেশ, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড হচ্ছে এর প্রধান শীতকালীন আবাসস্থল। সৈকত পাখির পরিযায়ন ভূমি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটির ১৬৩৫২.২৩ হেক্টর এলাকা অর্থাৎ নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যানকে প্রাধান্য দিতেই ২০১১ সালে EAAFP Flyway Network Site হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পানি এই অঞ্চল হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই তিন নদীর পানি সাথে করে নিয়ে আসে উর্বর পলি। তাই এলাকায় প্রায়শই নতুন চরের সন্ধান মেলে এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় অসংখ্য জীববৈচিত্রের দেখা মেলে। পরিযায়ী পাখিরা উপকূলীয় বাস্তুসংস্থানের খাদ্যশৃঙ্খলসহ প্রাণ ও মাটির রাসায়নিক চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই এলাকার গুরুত্ব বিবেচনা করে বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল ইতোমধ্যে এই এলাকাকে গুরুত্বপূর্ণ পাখি এবং জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

নিঝুম দ্বীপ এলাকাটি সর্বনিম্ন ২৯ প্রজাতির বিশ্বব্যাপী বিপন্ন অথবা বিপন্নের কাছাকাছি সামুদ্রিক বৃহদাকার প্রাণী প্রজাতি, সামুদ্রিক পাখি প্রজাতির অনুকূলীয় আশ্রয়স্থল। এই দ্বীপসংলগ্ন এলাকায় বিশ্বব্যাপী বিপন্ন ও বিপদাপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রজাতি সমূহের মধ্যে গাঙ্গেয় ডলফিন, ইরাবতি ডলফিন, পাখনাবিহীন পরপয়েজ, গোলাপি ডলফিন; হাঙ্গর ও রে প্রজাতির মধ্যে হাতুরি হাঙ্গর, রাফনোজ স্টিং রে, বিকারস হুইপ রে, হানিকম্ব হুইপ রে, লিওপার্ড হুইপ রে, রাউন্ড হুইপ রে, জায়ান্ট

ফ্রেশ ওয়াটার হুইপরে; পাখি প্রজাতির মধ্যে বড়-নট (*Calidris tenuirostris*) এবং দেশি-গাঙচষার (*Rynchops albicollis*) দেখা মেলে। বিশ্বব্যাপী বিপদাপন্ন দেশি-গাঙচষার বেশ বড় ঝাঁকে দেখতে পাওয়া যায় নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। শুধুমাত্র বাংলাদেশের উপকূলে একসময় দেশি-গাঙচষার পাঁচ হাজারের ঝাঁক দেখতে পাওয়া গেলেও সম্প্রতি হাজারের অধিক ঝাঁক দেখা যায় না। দেশি-গাঙচষার টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের উপকূল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা মূলত ভারতে প্রজনন করে এবং বাংলাদেশের উপকূলে শীত কাটায়।

# eBird Field Checklist

## Nijhum Dwip NP

, Chittagong bibhag, BD

ebird.org/hotspot/L7022526

97 species (+7 other taxa) - Year-round, All Years

**Date:**_____
**Start Time:**_____
**Duration:**_____
**Distance:**_____
**Party Size:**_____
**Notes:**

This checklist is generated with data from eBird (ebird.org), a global database of bird sightings from birders like you. If you enjoy this checklist, please consider contributing your sightings to eBird. It is 100% free to take part, and your observations will help support birders, researchers, and conservationists worldwide.

Go to ebird.org to learn more!

**Waterfowl**

___Bar-headed Goose
___Ruddy Shelduck (Brahminy Duck)
___Common Shelduck

**Pigeons and Doves**

___Rock Pigeon (Blue Rock Pigeon)
___Oriental Turtle-Dove
___Eurasian Collared-Dove
___Spotted Dove
___Asian Emerald Dove

**Cuckoos**

___Greater Coucal
___Asian Koel

**Nightjars**

___Large-tailed Nightjar

**Swifts**

___Asian Palm-Swift

**Rails, Gallinules, and Allies**

___White-breasted Waterhen

**Shorebirds**

___Pied Avocet
___Black-bellied Plover (Grey Plover)
___Pacific Golden-Plover
___Lesser Sand-Plover
___Greater Sand-Plover
___Kentish Plover
___Whimbrel
___Eurasian Curlew
___Black-tailed Godwit
___Red-necked/Little Stint
___Pin-tailed Snipe
___Terek Sandpiper
___Common Sandpiper
___Green Sandpiper
___Common Greenshank
___Marsh Sandpiper
___Wood Sandpiper
___Common Redshank

**Gulls, Terns, and Skimmers**

___Brown-headed Gull
___Pallas's Gull
___Larus gull sp.
___gull sp.
___Gull-billed Tern
___River Tern
___Indian Skimmer

**Cormorants and Anhingas**

___Little Cormorant

**Herons, Ibis, and Allies**

___Grey Heron
___Great Egret
___Intermediate Egret
___Little Egret
___Cattle Egret
___white egret sp.
___Indian Pond-Heron
___Black-crowned Night-Heron
___Black-headed Ibis

**Vultures, Hawks, and Allies**

___Black-winged Kite (Black-shouldered Kite)

___Black Kite
___Brahminy Kite

Hoopoes

___Eurasian Hoopoe

**Kingfishers**

___Common Kingfisher (Small Blue Kingfisher)
___White-throated Kingfisher
___Collared Kingfisher

Bee-eaters, Rollers, and Allies

___Green Bee-eater
___Chestnut-headed Bee-eater

Woodpeckers

___Eurasian Wryneck
___Fulvous-breasted Woodpecker
___Black-rumped Flameback (Lesser Goldenbacked Woodpecker)

Falcons and Caracaras

___Peregrine Falcon

Parrots, Parakeets, and Allies

___Rose-ringed Parakeet

Cuckooshrikes

___Large Cuckooshrike
___Black-headed Cuckooshrike

Old World Orioles

___Black-hooded Oriole

Woodswallows

___Ashy Woodswallow

Fantails

___White-throated Fantail

Drongos

___Black Drongo
___Ashy Drongo
___drongo sp.

Monarch Flycatchers

___Black-naped Monarch

Shrikes

___Long-tailed Shrike

Jays, Magpies, Crows, and Ravens

___Rufous Treepie
___House Crow
___Large-billed Crow

Tits, Chickadees, and Titmice

___Cinereous Tit (Great Tit)

Larks

___Oriental Skylark

Cisticolas and Allies

___Common Tailorbird

Reed Warblers and Allies

___Blyth's Reed Warbler

Martins and Swallows

___Barn Swallow
___Red-rumped Swallow
___Streak-throated Swallow

Bulbuls

___Red-vented Bulbul

Leaf Warblers

___Yellow-browed Warbler
___Dusky Warbler
___Greenish Warbler

White-eyes, Yuhinas, and Allies

___Indian White-eye (Oriental White-eye)

Starlings and Mynas

___Asian Pied Starling (Pied Myna)
___Chestnut-tailed Starling
___Common Myna
___Jungle Myna

Thrushes

___Orange-headed Thrush

Old World Flycatchers

___Oriental Magpie-Robin
___Taiga Flycatcher (Red-throated Flycatcher)
___Muscicapid flycatcher sp.

Sunbirds and Spiderhunters

___Purple-rumped Sunbird
___Purple Sunbird

Weavers and Allies

___Baya Weaver

Old World Sparrows

___House Sparrow

Wagtails and Pipits

___Citrine Wagtail
___White Wagtail
___Richard's Pipit
___Olive-backed Pipit
___pipit sp.

This field checklist was generated using eBird (ebird.org)

## দাগিলেজ-জৌরালি
**Bar-tailed Godwit**

## ইউরেশীয়-গুলিন্দা
**Eurasian Wigeon**

## মেটে/ধূসর রাজহাঁস
**Greylag Goose**

## দেশী গাঙচষা
**Indian Skimmer**

## নডম্যান সবুজপা
**Nordmann's Greenshank**

## পাকরা উল্টা ঠুঁটি
**Pied Avocet**

## চামচঠুঁটো বাটন
**Spoon billed Sandpiper**

## বড় নট
**Great Knot**

## নিঝুম দ্বীপে প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত প্রাণীর বিস্তারিত তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| কালালেজ- জৌরালি *Limosa limosa* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| দাগিলেজ- জৌরালি *Limosa lapponica* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা *Numenius arquata* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| নডম্যান-সবুজপা *Tringa guttifer* | বিপন্ন | মহাবিপন্ন |
| বড়-নট *Calidris tenuirostris* | বিপন্ন | বিপন্ন |
| লাল-নট *Calidris canutus* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| লালঘাড়-চাপাখি *Calidris ruficollis* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| গুলিন্দা-বাটান *Calidris ferruginea* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| চামচঠুঁটো-বাটান *Calidris pygmaea* | মহাবিপন্ন | মহাবিপন্ন |
| দেশি-গাঙচষা *(Rynchops albicollis)* | বিপদাপন্ন | মহাবিপন্ন |
| গাঙ্গেয় ডলফিন *(Platanista gangetica)* | বিপন্ন | বিপন্ন |
| ইরাবতী ডলফিন *Orcaella brevirostris* | বিপদাপন্ন | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| গোলাপি ডলফিন *(Sousa chinensis)* | বিপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাখনাবিহীন পরপয়েজ *(Neophocaena phocaenoides)* | বিপন্ন | সংকটাপন্ন |

## নিঝুম দ্বীপে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| মেটে-জিরিয়া<br>*Pluvialis squatarola* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কেন্টিশ-জিরিয়া<br>*Charadrius alexandrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius mongolus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| প্রশান্ত-সোনাজিরিয়া<br>*Pluvialis fulva* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উদয়ী-বাবুবাটান<br>*Glareola maldivarum* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-বাবুবাটান<br>*Glareola lactea* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius leschenaultia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নাটা-গুলিন্দা<br>*Numenius phaeopus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | হুমকির সম্মুখীন |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা<br>*Numenius arquata* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| দাগিলেজ-জৌরালি<br>*Limosa lapponica* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| কালালেজ-জৌরালি<br>*Limosa limosa* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লাল-নুড়িবাটান<br>*Arenaria interpres* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | বিপদাপন্ন |
| বড়-নট<br>*Calidris tenuirostris* | বিপদাপন্ন | হুমকির সম্মুখীন |
| লাল-নট<br>*Calidris canutus* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মোটাঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris falcinellus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গুলিন্দা-বাটান<br>*Calidris ferruginea* | হুমকির সম্মুখীন | মহাবিপদাপন্ন |
| চামচঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris pygmaea* | মহাবিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| স্যান্ডারলিং<br>*Calidris alba* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-চাপাখি<br>*Calidris minuta* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঘাড় চাপাখি<br>*Calidris ruficollis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টেরক-বাটান<br>*Xenus cinereus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-লালপা<br>*Tringa totanus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা<br>*Tringa nebularia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | মহাবিপদাপন্ন |
| বিল-বাটান<br>*Tringa stagnatilis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নডম্যান-সবুজপা<br>*Tringa guttifer* | বিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-গাংচিল<br>*Larus ridibundus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রামাথা-গাংচিল<br>*Larus brunnicephalus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পালাসি-গাংচিল<br>*Larus ichthyaetus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়-গুটি ঈগল<br>*Clanga clanga* | সংকটাপন্ন | সংকটাপন্ন |
| পেরিগ্রিন-শাহিন<br>*Falco peregrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| এশীয়-ডউইচার<br>*Limnodromus semipalmatus* | প্রায় হুমকিগ্রস্থ | বিপদাপন্ন |

## হুমকিসমূহ

নিঝুম দ্বীপে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ হল হরিণ। গাছ কেটে বসতি গড়ে উঠায় আবাসস্থল হারাচ্ছে হরিণ। এছাড়াও রাত-বিরাতে শিকারীরা হরিণ শিকার করছে, আর শিয়াল-কুকুরের আক্রমণে হরিণের প্রাণহানি ঘটছে অহরহ। দ্বীপের চারদিকে বেড়িবাঁধ না থাকায় নোনা পানি বনে ঢুকে হরিণের খাবার পানি ও খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। খাদ্য সংকটসহ এ সমস্ত নানা কারণে নিঝুম দ্বীপ ছেড়ে হরিণ পার্শ্ববর্তী বনে চলে যাচ্ছে।

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তগত ৯২ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত যে দ্বীপ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে মায়ের মতো আগলে রাখে, সে দ্বীপের সবুজ বেষ্টনী এখন অস্তিত্ব সংকটে। বনের গাছ কেটে সেখানে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতভিটা। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বন উজাড়ের কারণে দ্বীপটির জীববৈচিত্র্য বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। বঙ্গোপসাগরের বৃহৎ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র প্রকল্পের আওতাধীন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ ও হুমকিগ্রস্ত পাখি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, মাছ এবং সর্বোপরি স্থানীয় মানুষের জীবিকা নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য আশু পদক্ষেপ নেয়া অতীব জরুরী।

## এক নজরে নিঝুম দ্বীপের কিছু তথ্য

| | |
|---|---|
| **দ্বীপের ধরন** | ঃ সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ১৬৩৫২.২৩ হেক্টর |
| **আয়তন** | ঃ প্রায় ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর |
| **বনের ধরণ** | ঃ ম্যানগ্রোভ বা শ্বাসমূলের বন |
| **অন্তর্গত জেলা** | ঃ নোয়াখালী |
| **জৈব বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান** | ঃ উপকূলবর্তী জলাভূমি/ বিচ্ছিন্ন চর |
| **ভূতাত্ত্বিক গঠন** | ঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী মোহনার পাবন ভূমি |
| **প্রশাসনিক অবস্থান** | ঃ উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী |
| **পাখির আবাসস্থলের ধরণ** | ঃ কাঁদাচর ও জোয়ার-ভাটা বিধৌত এলাকা |

### যাতায়াত

নোয়াখালী জেলা সদর মাইজদী হতে প্রথমে সোনাপুর বাসস্ট্যান্ড যেতে হবে। সেখান থেকে চেয়ারম্যান ঘাট গামী যেকোন লোকাল বাস সার্ভিস/সিএনজি অটোরিক্সা যোগে চেয়ারম্যান ঘাটে নামতে হবে। অতঃপর সীট্রাক/লঞ্চ সার্ভিসে নলচিরা ঘাটে নেমে সিএনজি অটোরিক্সা যোগে জাহাজমারা ঘাটে গিয়ে নৌকাযোগে জাহাজমারা চ্যানেল পার হয়ে নিঝুম দ্বীপ পৌঁছানো যাবে।

তাছাড়া ঢাকার সদরঘাট থেকে প্রতিদিন সরাসরি হাতিয়া পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করে। হাতিয়া ঘাট থেকে সরাসরি নৌকাযোগে নিঝুম দ্বীপ পৌঁছানো যাবে।

# সোনাদিয়া দ্বীপ
# Sonadia Island
## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 103)

# “সোনাদিয়া দ্বীপ”
# Sonadia Island

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 103)

## ভৌগলিক অবস্থান

সোনাদিয়া (Sonadia) দেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কক্সবাজারের উত্তর-পশ্চিমে এবং উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীর কুতুবজং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন এ দ্বীপটি নানা ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সোনাদিয়া কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক থেকে ২.৬ কিলোমিটার দূরে এবং সমুদ্র সৈকতে এর দৈর্ঘ্য ১৯.২০ কিলোমিটার। কক্সবাজার থেকে উত্তর-পশ্চিমে এবং মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে সাগরের বুকে সোনাদিয়া দ্বীপটির অবস্থান।

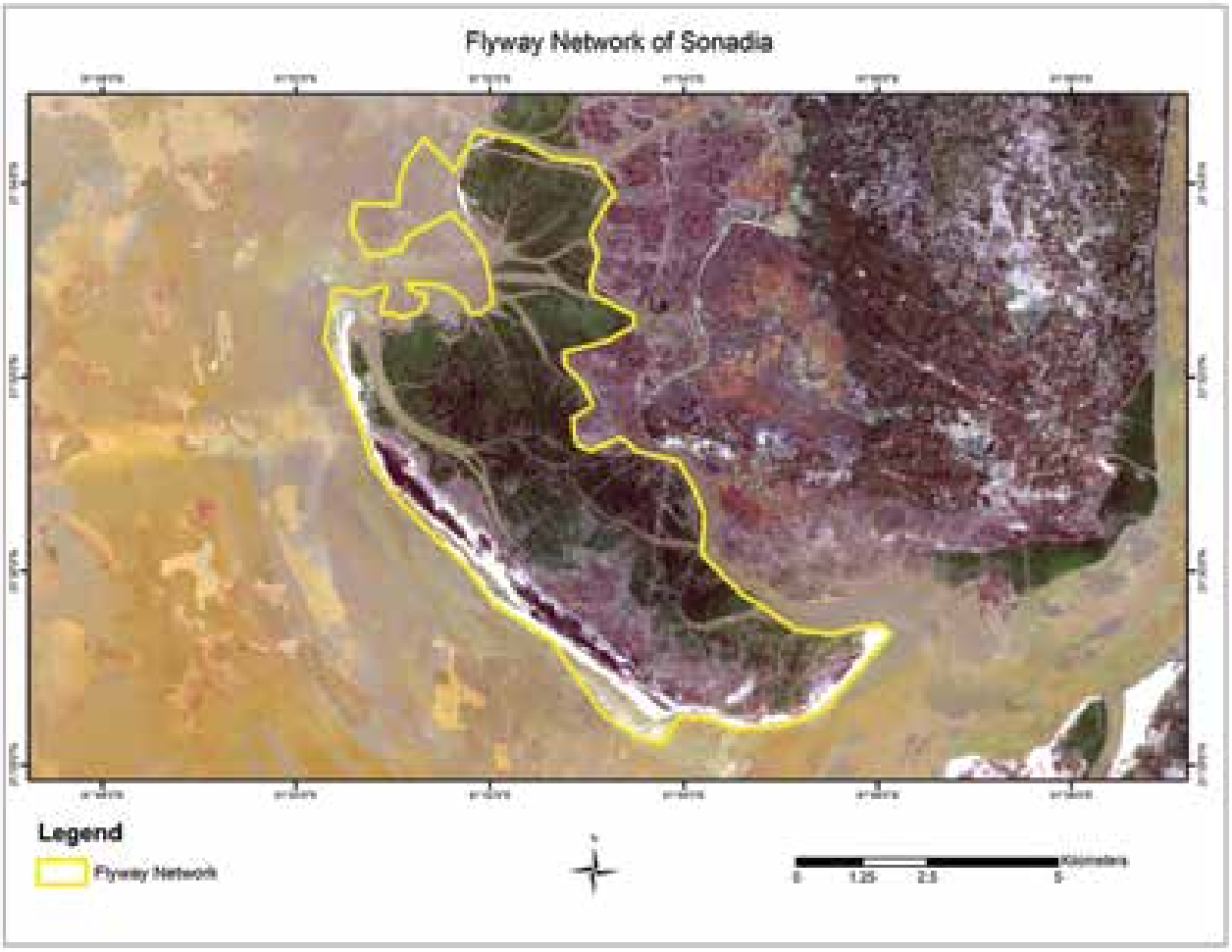


মানচিত্রঃ সোনাদিয়া দ্বীপ

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

সোনাদিয়া দ্বীপ বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা। এখানে বাস করে বিশ্বের অতিবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান, সামুদ্রিক কাছিম; জলচর, স্থলচর ও পরিযায়ী পাখিসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী। দ্বীপের পূর্ব ও উত্তর দিকে ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক এবং রোপণকৃত প্যারাবন বা ম্যানগ্রোভ বন। উপকূলীয় প্যারাবনের নানা প্রজাতির গাছপালার মধ্যে বিরল পুষ্পিত বাওনিয়া লতার দেখা মেলে এই দ্বীপে। এটি চিরসবুজ বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল লতা, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Finlaysonia obovate*। প্রায় ৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপে আরও দেখা মেলে কেওড়া, হারগোজা, উড়িঘাস, নারকেল, ঝাউ, নিসিন্দা, কেয়া ইত্যাদি নানা প্রজাতির বৃক্ষের। এছাড়া রয়েছে প্রায় ত্রিশ প্রজাতির প্যারবন সমৃদ্ধ উদ্ভিদ।

সোনাদিয়ার প্যারাবনে প্রায় ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ৬১ প্রজাতির পাখির দেখা মিলে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এই দ্বীপেই দেখা মেলে বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন পাখি চামচঠুঁটো-বাটান। শীতকালে এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এই পাখি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। কেবল সামুদ্রিক বা পরিযায়ী পাখিই নয়, দ্বীপের উপকূল ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, লবস্টার, লাল কাঁকড়া, ১৪ প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, ডলফিন আর নানা প্রজাতির কচ্ছপের আবাসস্থল। দ্বীপের সমুদ্র উপকূলে শীতকালে হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডিম পাড়তে আসে অসংখ্য মা কচ্ছপ।

**চামচঠুঁটো-বাটান**
**Spoon-billed Sandpiper**

## সোনাদিয়া দ্বীপের বৈশ্বিক গুরুত্ব

প্রতি বছর তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখি এশিয়ার উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় শীতকাল যাপনের জন্য আসে। এশিয়া তথা বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো এই সব পরিযায়ী পাখিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীতকালে বিশেষত ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত সোনাদিয়া দ্বীপে প্রায় ২৫,০০০ পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। প্রায় ০৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দ্বীপটিকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯ সালে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ECA) এবং ২০১১ সালে EAAFP Flyway Network Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

দীর্ঘপথ পরিযায়ী ও তুন্দ্রা অঞ্চলে প্রজননকারী পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুত হ্রাস পাওয়া পাখিদের মধ্যে একটি চামচঠুঁটো-বাটান, যা বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন। বর্তমানে এই পাখির সংখ্যা বিশ্বে ২৪০-৪০০টির মতো। অতি ক্ষুদ্র পাখিটি লম্বায় ১৫-১৭ সেন্টিমিটার। এদের প্রজননক্ষেত্র রাশিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে, যেখানে পুরো গ্রীষ্মকাল কাটায় ও প্রজনন করে। শীতের তীব্রতা বাড়লে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তারা বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারতসহ বিভিন্ন উপকূলে চলে আসে এবং আবার প্রজনন ক্ষেত্রে ফিরে যায়। জীববৈচিত্র্য ভরপুর এই দ্বীপে মহাবিপন্ন এই পাখি বেশি দেখা যায়। আর এ কারণেই আন্তর্জাতিক পাখি সংরক্ষক সংস্থা বার্ড লাইফ ইন্টারন্যাশনাল ২০১৩ সালে সোনাদিয়াকে পাখির গুরুত্বপূর্ণ বিচরণক্ষেত্র Important Bird Area (IBA) হিসেবে ঘোষণা করেছে।

## এছাড়া আরও যেসকল প্রজাতির পাখি এই চরটিতে পাওয়া যায় তা হল

মেটে-জিরিয়া *(Pluvialis squatarola)*, কেন্টিশ-জিরিয়া *(Charadrius alexandrines)*, ছোট-ধুলজিরিয়া *(Charadrius mongolus)*, বড়-ধুলজিরিয়া *(Charadrius leschenaultia)*, নাটা-গুলিন্দা *(Numenius phaeopus)*, ইউরেশীয়-গুলিন্দা *(Numenius arquata)*, দাগিলেজ-জৌরালি *(Limosa lapponica)*, কালালেজ-জৌরালি *(Limosa limosa)*, লাল-নুড়িবাটান *(Arenaria interpres)*, বড়-নট *(Calidris tenuirostris)*, লাল-নট *(Calidris canutus)*, মোটাঠুঁটো-বাটান *(Calidris falcinellus)*, গুলিন্দা-বাটান *(Calidris ferruginea)*, চামচঠুঁটো-বাটান *(Calidris pygmaea)*, স্যাণ্ডারলিং *(Calidris alba)*, টেরেক-বাটান *(Xenus cinereus)*, পাতি-লালপা *(Tringa tetanus)*, বিল-বাটান *(Tringa stagnatilis)*, নডম্যান-সবুজপা *(Tringa guttifer)*, খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)*, পালাসি-গাংচিল *(Larus ichthyaetus)*, বড়-গুটি ঈগল *(Clanga clanga)*, পেরিগ্রিন-শাহিন *(Falco peregrinus)* প্রশান্ত-সোনাজিরিয়া *(Pluvialis fulva)*, কালামাথা-গাংচিল *(Larus ridibundus)*, এশীয়-ডউইচার *(Limrodromus semipalmatus)*, উদয়ী-বাবুবাটান *(Glareola maldivarum)*, ছোট-বাবুবাটান *(Glareola lactea)*।

## বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত গাঙগুইরার চরে পাখি প্রজাতিসমূহ

**বড়-নট**
**Great Knot**

**নডম্যান-সবুজপা**
**Nordmann's Greenshank**

## পাতি-সবুজপা
**Common Greenshank**

## দাগিলেজ-জৌরালি
**Bar-tailed Godwit**

## ইউরেশীয়-গুলিন্দা
**Eurasian Curlew**

## কালামাথা-কাস্তেচরা
**Black-headed Ibis**

## গুলিন্দা-বাটান
**Curlew Sandpiper**

## পাতি লালপা
**Spotted Redshank**

## সোনাদিয়া দ্বীপে প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত প্রাণীর বিস্তারিত তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| কালালেজ- জৌরালি<br>*Limosa limosa* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| দাগিলেজ- জৌরালি<br>*Limosa lapponica* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা<br>*Numenius arquata* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| নডম্যান-সবুজপা<br>*Tringa guttifer* | বিপদাপন্ন | মহাবিপন্ন |
| বড়-নট<br>*Calidris tenuirostris* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |
| লাল-নট<br>*Calidris canutus* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |
| লালঘাড়-চাপাখি<br>*Calidris ruficollis* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| গুলিন্দা-বাটান<br>*Calidris ferruginea* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| চামচঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris pygmaea* | মহাবিপন্ন | মহাবিপন্ন |
| এশীয়-ডউইচার<br>*Limnodromus semipalmatus* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | বিপদাপন্ন |
| ইরাবতী ডলফিন<br>*Orcaella brevirostris* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |

## সোনাদিয়া দ্বীপে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| মেটে-জিরিয়া<br>*Pluvialis squatarola* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কেন্টিশ-জিরিয়া<br>*Charadrius alexandrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius mongolus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| প্রশান্ত-সোনাজিরিয়া<br>*Pluvialis fulva* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উদয়ী-বাবুবাটান<br>*Glareola maldivarum* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-বাবুবাটান<br>*Glareola lactea* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius leschenaultia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নাটা-গুলিন্দা<br>*Numenius phaeopus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | হুমকির সম্মুখীন |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা<br>*Numenius arquata* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| দাগিলেজ-জৌরালি<br>*Limosa lapponica* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| কালালেজ-জৌরালি<br>*Limosa limosa* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লাল-নুড়িবাটান<br>*Arenaria interpres* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | বিপদাপন্ন |
| বড়-নট<br>*Calidris tenuirostris* | বিপদাপন্ন | হুমকির সম্মুখীন |
| লাল-নট<br>*Calidris canutus* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মোটাঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris falcinellus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গুলিন্দা-বাটান<br>*Calidris ferruginea* | হুমকির সম্মুখীন | মহাবিদাপন্ন |
| চামচঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris pygmaea* | মহাবিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| স্যান্ডারলিং<br>*Calidris alba* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-চাপাখি<br>*Calidris minuta* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঘাড় চাপাখি<br>*Calidris ruficollis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টেরক-বাটান<br>*Xenus cinereus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-লালপা<br>*Tringa totanus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা<br>*Tringa nebularia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | মহাবিপদাপন্ন |
| বিল-বাটান<br>*Tringa stagnatilis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নডম্যান-সবুজপা<br>*Tringa guttifer* | বিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-গাংচিল<br>*Larus ridibundus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রামাথা-গাংচিল<br>*Larus brunnicephalus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পালাসি-গাংচিল<br>*Larus ichthyaetus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়-গুটি ঈগল<br>*Clanga clanga* | সংকটাপন্ন | সংকটাপন্ন |
| পেরিগ্রিন-শাহিন<br>*Falco peregrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| এশীয়-ডউইচার<br>*Limnodromus semipalmatus* | প্রায় হুমকিগ্রস্থ | বিপদাপন্ন |

## হুমকিসমূহ

সোনাদিয়ায় বসবাসরত প্রায় এক হাজার অধিবাসীর অধিকাংশই জেলে। সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ, দ্বীপে সেই মাছের শুঁটকী প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষিকাজ করেই চলে মানুষের জীবনযাপন। তবে শীত মৌসুমে কিছু মানুষ খাওয়ার জন্য পাখি শিকার করছে। দ্বীপের উপকূলজুড়ে আগের সেই ঘন প্যারাবন এখন দৃষ্টিগোচর হয় না। একযুগ আগেও ১৩ জাতীয় শ্বাসমূলীয় গাছ এবং ১৫৮ প্রজাতির গাছের সংরক্ষিত বনে পুরো দ্বীপ ঢাকা ছিল। দ্বীপের প্যারাবন উজাড় করে চিংড়িঘের নির্মাণের মতো পরিবেশ বিনাশী কর্মকান্ডের পাশাপাশি সম্প্রতি এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রয়োজনে অবকাঠামো নির্মাণের তোড়জোড়। সরকার সোনাদিয়াকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র ঘোষণার পর দ্বীপে লোক সমাগম দিন দিন বাড়ছে। এ কারণে জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে অনন্য এই দ্বীপটির বন্যপ্রাণীর জন্য পরিবেশগত হুমকি তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা। উল্লেখ্য, পর্যটনকেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য সরকার গত ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে (বেজা) সোনাদিয়ার ৯ হাজার ৪৬৭ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক পর্যটনকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, আবাসিক এলাকা ও নানা অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা মেরিন লাইফ অ্যালায়েন্সের এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত আট বছরে সোনাদিয়ায় পরিযায়ী পাখি কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। এই সংস্থা ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় গণনা করে পেয়েছিল ৩৭ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিসহ ৫২ প্রজাতির ১৫ হাজার ৯৩৩টি জলচর পাখি। এর মধ্যে সোনাদিয়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল ১১ হাজার ৮৭৮টি পাখি। জরিপ অঞ্চলটি ছিল পরিযায়ী পাখিদের আন্তর্জাতিক উড়োপথ। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে পরিচালিত জরিপে পাওয়া গিয়েছিল ৪৭ প্রজাতির ১৯ হাজার

৫৯১টি পাখি। এর মধ্যে সোনাদিয়া, উজানটিয়া ও হাঁসেরচরে পাওয়া গিয়েছিল ৯ হাজার ৫০০টি পাখি। কিন্তু ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে সোনাদিয়া, তাজিয়াকাটা, বেলেকেরদিয়া, কালাদিয়া, লালদিয়া ও ধলঘাটায় গণনা করে পাওয়া গেছে মাত্র সাত হাজার জলজ পাখি।

সোনাদিয়াসহ আশপাশের এলাকায় বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কারণে পাখির আবাসস্থল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে বেলেকেরদিয়া, কালাদিয়া, লালদিয়া, কাউয়ারচরে পাখির আবাসস্থল বিনষ্ট হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের কারণে বেড়ে যাওয়া শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ বর্তমানে জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সরকার ঘোষিত পরিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এ দ্বীপে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এমন সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তবে গভীর সমুদ্রবন্দর কিংবা পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার সময় এ দ্বীপের জীববৈচিত্র্যের দিকটি নিয়ে ভাবতে হবে। দ্বীপটি যেহেতু সামুদ্রিক কচ্ছপ ও চামচঠুঁটো-বাটান পাখির বিচরণক্ষেত্র, সেহেতু পর্যটকদের আগমনে যাতে এসব বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের ক্ষতি না হয় সে দিকে সবার লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরি।

## একনজরে সোনাদিয়া দ্বীপের কিছু তথ্য

| | |
|---|---|
| **দ্বীপের ধরন** | ঃ সংরক্ষিত (ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া) |
| **আয়তন** | ঃ প্রায় ৪৯২৪ হেক্টর |
| **বনের ধরণ** | ঃ প্রাকৃতিক এবং রোপণকৃত প্যারাবন |
| **অন্তর্গত জেলা** | ঃ কক্সবাজার |
| **জৈব বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান** | ঃ উপকূলবর্তী/দূরবর্তী জলাভূমি |
| **প্রশাসনিক অবস্থান** | ঃ উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম |
| **পাখির আবাসস্থলের ধরণ** | ঃ উপকূলীয় প্যারাবন, কাঁদাচর ও জোয়ার-ভাটা বিধৌত এলাকা |

### যাতায়াত

ঢাকার কমলাপুর, সায়েদাবাদ, কল্যাণপুর ও দেশের যে কোনো স্থান থেকে বাস, ট্রেন বা অন্য কোনো বাহনে করে প্রথমে যেতে হবে কক্সবাজার। কক্সবাজার শহরের কস্তুরা ঘাট থেকে স্পিডবোট বা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে তারপর যেতে হবে মহেশখালী। মহেশখালী গোরকঘাটা থেকে ঘটিভাঙা পর্যন্ত পথটুকু যেতে হবে বেবি ট্যাক্সিতে করে। মহেশখালীর গোরকঘাটা থেকে ঘটিভাঙার দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার। সেখান থেকে আবার ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে হয়। ঘটিভাঙা নেমে খেয়া নৌকায় সোনাদিয়া চ্যানেল পার হলেই সোনাদিয়া।

ভাটার সময় খালে খুব বেশি পানি থাকে না। সোনাদিয়া যাওয়ার দুটো উপায় আছে। হেঁটে যাওয়া অথবা জোয়ার এলে নৌকা। প্রতিদিন জোয়ারের সময় পশ্চিম সোনাদিয়া থেকে ঘটিভাঙা পর্যন্ত মাত্র একবার একটি ট্রলার ছেড়ে আসে। এই ট্রলারটিই কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রীদের তুলে নিয়ে আবার ফিরতি যাত্রা করে। উল্লেখ্য, কক্সবাজার কস্তুরা ঘাট অথবা ফিশারিজ ঘাট থেকেও সরাসরি স্পিডবোট রিজার্ভ করে সোনাদিয়া দ্বীপে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

# হাকালুকি হাওর

# Hakaluki Haor

## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 104)

# “হাকালুকি হাওর ”
# Hakaluki Haor

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 104)

## ভৌগলিক অবস্থান

হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওর। এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ মিঠাপানির জলাভূমি। এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর। এটি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা (৪০%), কুলাউড়া (৩০%), এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ (১৫%), গোলাপগঞ্জ (১০%) এবং বিয়ানীবাজার (৫%) জুড়ে বিস্তৃত। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ হলো জুরী এবং পানাই নদী। এই জলরাশি হাওরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কুশিয়ারা নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে হাওর সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে বিশাল রূপ ধারণ করে। এই সময় পানির গভীরতা হয় প্রায় ২-৬ মিটার। সেসময় হাকালুকির বিস্তৃত জলরাশি দেখলে মনে হবে, যেন এক মহাসাগর। তবে শুষ্ক মৌসুমে বদলে যায় হাকালুকির চিরচেনা রূপ। তখন আর পানি চোখে পড়ে না, মেটে সবুজ মরুভূমির মতো দেখায়।

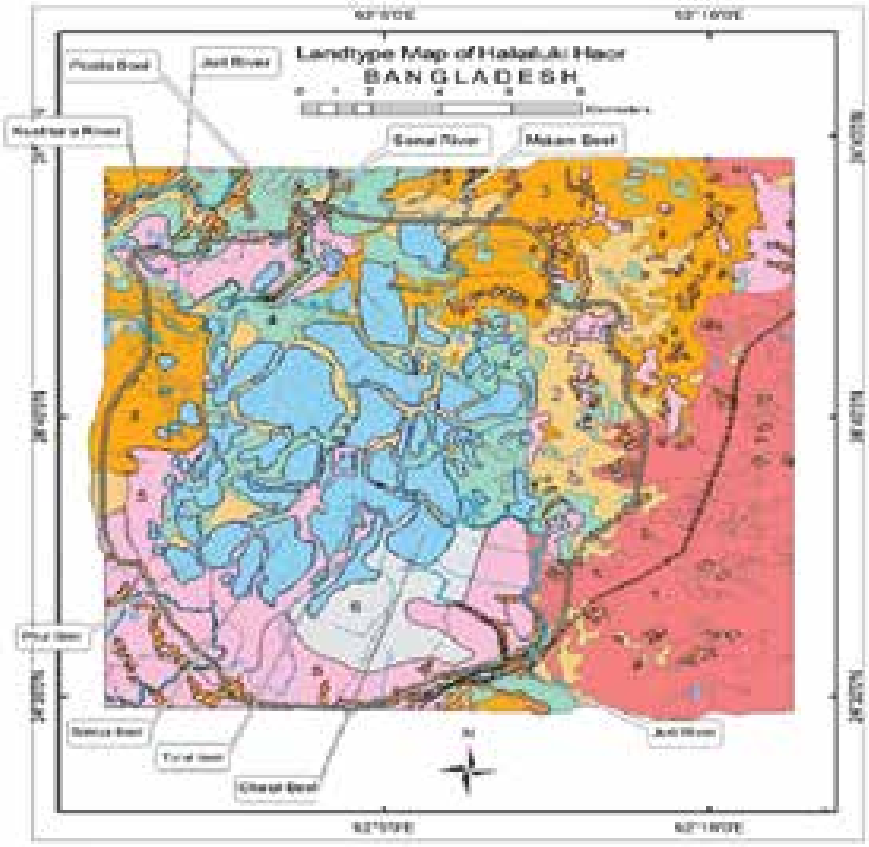


মানচিত্রঃ হাকালুকি হাওর

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

ভূতাত্ত্বিকভাবে হাকালুকি হাওরের অবস্থান উত্তরে ভারতের মেঘালয় পাহাড় এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে। বিশাল এ জলাভূমি পরিযায়ী পাখিদের জন্য শীতকালীন স্বর্গ। সারা বিশ্বে এ রকম অনেক পাখির আবাস রয়েছে। হাকালুকি হাওরে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের প্রায় ২৩৮টি বিল রয়েছে। প্রায় সারা বছরই বিলগুলোতে পানি থাকে। শীতকালে এসব বিলকে ঘিরে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখিদের বিচরণে মুখর হয়ে উঠে গোটা এলাকা। শীতে এ হাওরের প্রধান যে বিলগুলোতে পাখিদের আনাগোনা থাকে সেগুলো হলো- চ্যাতলা বিল, চৌকিয়া বিল, ফুটি বিল, বালিজুড়ি বিল, হাওয়াবন্যা, কালাপানি, রঞ্চি, দুধাই, গড়কুড়ি, উজান-তরুল, হিংগাউজুড়ি, নাগাঁও, লরিবাঈ, তল্লার বিল, কাংলি, কুড়ি, চেনাউড়া, পিংলা, পরোটি, আগদের বিল, নামা-তরুল, নাগাঁও-ধুলিয়া, মাইছলা-ডাক, চন্দর, মালাম, ফুয়ালা, পলোভাঙা, হাওড় খাল, কইয়ারকোণা, মায়াজুড়ি, জল্লা, কুকুরডুবি, বালিকুড়ি, মাইছলা, গড়শিকোণা, চোলা, পদ্মা, কাটুয়া, তেকোণা, মেদা, বায়া, গজুয়া, হারামডিঙা, গোয়ালজুড়।

হাকালুকি হাওরের বিলগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন জাতের বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ। এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে হিজল, করচ, বরুণ, বনতুলসী, নলখাগড়া, পানিফল, হেলেঞ্চা, বল্লুয়া, চাল্লিয়া প্রভৃতি। তবে এক সময়ের অন্যতম আকর্ষণীয় Swamp Forest অর্থাৎ জলময় নিম্নভূমির বনাঞ্চল এখন আর আগের মত সমৃদ্ধ নেই। তবে হাওরের বিলগুলি অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রাকৃতিক আবাস। তথ্যমতে, পাখি ছাড়াও প্রায় ১২০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ; ১৫০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ; ভোঁদড়, মেছো বিড়াল, শিয়ালসহ বেশ কিছু প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রায় ২০ প্রজাতির সরীসৃপ দেখা যায় এ হাওরে। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, জলজ ও স্থলজ ক্ষুদ্র অনুজীব।

## হাকালুকি হাওরের বৈশ্বিক গুরুত্ব

হাকালুকি হাওরে যেসব পরিযায়ী পাখি আসে, তার মধ্যে হাঁস প্রজাতির জলচর পাখিই প্রধান। বাংলাদেশে পরিযায়ী হাঁসের জন্য এ হাওর অন্যতম একটি আশ্রয়স্থল। শীতকালে, বিশেষত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এ হাওরের বিলগুলোতে। এ বছর জানুয়ারি মাসে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৫৩ প্রজাতির ৪০,১২৬টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বাংলাদেশ ও বিশ্বে 'মহাবিপদাপন্ন' তালিকাভুক্ত বেয়ারের-ভূতিহাঁস (*Aythya baeri*), 'প্রায়-হুমকিগ্রস্ত' মরচেরং-ভূতিহাঁস (*Aythya nyroca*) ও ফুলুরি-হাঁস (*Mareca falcata*), বিশ্বে 'সংকটাপন্ন' পাতি-ভূতিহাঁস (*Aythya ferina*), ইত্যাদি প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। বাংলাদেশে এবং বিশ্বে 'বিপদাপন্ন' হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঙ্গলের (*Haliaeetus leucoryphus*) দেখা মেলে এই হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে। প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়।

প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষ হাকালুকি এলাকায় বসবাস করে। হাওরটি বিরল প্রজাতির মাছ, জলজ উদ্ভিদ, জলচর পাখি এবং পরিযায়ী পাখিসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট নাজুক বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে হাকালুকি হাওরকে Ecologically Critical Area (ECA) বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে।

## এছাড়া আরও যেসকল প্রজাতির পাখি এই হাওরটিতে দেখা যায় তা হল

এ হাওরে হাঁস পরিবারের পরিযায়ী পাখিরা হলো খয়রা-চখাচখি *(Tadorna ferruginea)*, পাতি-চখাচখি *(Tadorna tadorna)*, উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)*, উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)*, লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)*, গিরিয়া হাঁস *(Spatula querquedula)*, পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)*, টিকি-হাঁস *(Aythya fuligula)*, ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)*, রাজ-সরালি *(Dendrocygna bicolor)*, ও পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)*। অন্যান্য প্রজাতির পাখিদের মধ্যে উত্তুরে-টিটি *(Vanellus vanellus)*, তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)*, পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)*, টেমিঙ্কের-চাপাখি *(Calidris temminckii)*, গেওয়ালা-বাটান (*Calidris pugnax)*, কালামাথা-গাংচিল *(Larus ridibundus)*, খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)*, ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)*, খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)*, বুটপা-ঈগল *(Hieraaetus pennatus)*, পশ্চিমা-পানকাপাসি *(Circus aeruginosus)*, পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)*, পাকরা-কাপাসি *(Circus melanoleucos)*, ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectoralis)*, নীলগলা-ফিদ্দা *(Cyanecula svecica)*, হলদে-খঞ্জন *(Motacilla flava)*, বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)*, উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)*, ব্লাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)*, ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus Agricola)*, বৈকাল-ফড়িংফুটকি *(Locustella davidi)*, দাগি-ফড়িংফুটকি *(Locustella thoracica)*, কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)*, কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* ইত্যাদি অন্যতম।

## পাতি কুট
**Common Coot**

## এশীয় শামুখ খোল
**Asian Openbill Stork**

## শঙ্খচিল
**Brahminy Kite**

## নেউ- পিপি
**Pheasant-tailed Jacana**

## ছোট নথ জিরিয়া
**Little Ringed Plover**

## বন বাটান
**Wood Sandpiper**

## ছক ১ঃ হাকালুকি হাওরে প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে ও বাংলাদেশে হুমকিগ্রস্ত পাখির তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| বেয়ারের-ভূতিহাঁস *(Aythya baeri)* | মহাবিপদাপন্ন | মহাবিপদাপন্ন |
| ফুলুরি-হাঁস *(Mareca falcata)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| মরচেরং-ভুতিহাঁস *(Aythya nyroca)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| পাতি-ভূতিহাঁস *(Aythya ferina)* | সংকটাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-কাস্তেচরা *(Threskiornis melanocephalus)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | বিপদাপন্ন |
| পালাসি-কুরাঙ্গল *(Haliaeetus leucoryphus)* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |

## ছক ২: হাকালুকি হাওরে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| খয়রা-চখাচখি *(Tadorna ferruginea)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-চখাচখি *(Tadorna tadorna)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| গিরিয়া হাঁস *(Spatula querquedula)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টিকি-হাঁস *(Aythya fuligula)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| রাজ-সরালি *(Dendrocygna bicolor)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-গাংচিল *(Larus ridibundus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-টিটি *(Vanellus vanellus)* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টেমিঙ্কের-চাপাখি *(Calidris temminckii)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গেওয়ালা-বাটান *(Calidris pugnax)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| বুটপা-ঈগল *(Hieraaetus pennatus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পশ্চিমা-পানকাপাসি *(Circus aeruginosus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাকরা-কাপাসি *(Circus melanoleucos)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectoralis)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| নীলগলা-ফিদ্দা *(Cyanecula svecica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| হলদে-খঞ্জন *(Motacilla flava)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus agricola)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বৈকাল-ফড়িংফুটকি *(Locustella davidi)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| দাগি-ফড়িংফুটকি *(Locustella thoracica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | নতুন রেকর্ড (রিংগিং হতে প্রাপ্ত তথ্য) |
| কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

## হুমকিসমূহ

বাংলাদেশের প্রধান চারটি 'মাদার ফিশারিজ'র মধ্যে হাকালুকি হাওর অন্যতম। হাকালুকি হাওরের বিশাল জায়গাজুড়ে রয়েছে জলজ বন। বিভিন্ন ধরনের জলজ ভাসমান উদ্ভিদ, শেকড়ধারী উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদ ও অতিরিক্ত জলসহিষ্ণু উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে। এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির নানা ঔষধিসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোট ছোট বিভিন্ন প্রজাতির জলজ গাছ। বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এ বন। সঠিক পরিকল্পনার অভাব এবং গরু-মহিষের অবাধ বিচরণ ও বনের গাছপালা কেটে নেওয়ায় ঝুঁকির মুখে পড়েছে বনের জীববৈচিত্র্য।

পানিতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মাছ মরে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মাছের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিলে প্রচুর পরিমাণ নানা প্রজাতির জলচর প্রাণী ও কীটপতঙ্গের উপরও এর প্রভাব পড়ছে। ফলে হাওরের প্রতিবেশগত সাম্যাবস্থা আজ হুমকির মুখে। তাই ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া দেশীয় প্রজাতির অনেক সুস্বাদু মাছ। হাকালুকি হাওরের হাওর, খাল, বিলে বিষটোপ প্রয়োগের কারণে মরা পাখি পাওয়া যাচ্ছে। ইদানিং বিভিন্ন ধরনের জাল, বিষটোপ, এয়ারগান ও বন্দুক দিয়ে চোরা শিকারিরা রাতে পরিযায়ী পাখি হত্যা করছে। নিয়ম-কানুন অমান্য করে গোপনে বড় গাছগুলো কেটে নিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে 'বিপদাপন্ন' পালাসি-কুরাঙ্গিগল হাওরের সুউচ্চ হিজল-করচ গাছে বাসা করে থাকে। এসব গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলায় এদের প্রজননও অনেক কমে গেছে।

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থা কর্তৃক ২০০৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে চলমান বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন, জলজ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্প শেষ হওয়ায় বর্তমানে নানা সংকটের কারণে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষিত বিশাল এ হাওরের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না।

হাকালুকি হাওর টেকসই উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম শিল্প বিকাশের এক অসাধারণ আধার। এ বিশাল হাওরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সহ সকল জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া অতীব জরুরি। আর এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা সময় অনুযায়ী বাস্তবায়ন।

## এক নজরে হাকালুকি হাওরের কিছু তথ্য

| | |
|---|---|
| **হাওরের ধরণ** | ঃ স্বাদু বা মিঠা পানির হাওর |
| **আয়তন** | ঃ এর আয়তন ১৮,১১৫ হেক্টর, তন্মধ্যে শুধুমাত্র বিলের আয়তন ৪,৪০০ হেক্টর |
| **বনের ধরণ** | ঃ সোয়াম্প ফরেস্ট |
| **অন্তর্গত জেলা** | ঃ মৌলভীবাজার ও সিলেট |
| **জৈব বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান** | ঃ মেঘালয় ও ত্রিপুরার নিকটবর্তী জলাভূমি |
| **ভূতাত্ত্বিক গঠন** | ঃ জলাভূমি |
| **প্রশাসনিক অবস্থান** | ঃ সিলেট বন বিভাগ |
| **পাখির আবাসস্থলের ধরণ** | ঃ জলাভূমিবেষ্টিত এলাকা |

### যাতায়াত

বর্ষাকাল হাওর ভ্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। বছরের অন্য সময় হাওরের বিলগুলোতে পানি অনেক কম থাকে। তবে পাখি দেখতে চাইলে যেতে হবে শীতকালে।

ঢাকা থেকে হাকালুকি হাওরে যেতে হলে প্রথমে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া যেতে হবে। কুলাউড়া থেকে অটোরিক্সা বা রিক্সা ভাড়া করে সরাসরি হাওরে যাওয়া যায়। অথবা ঢাকা থেকে বাস বা ট্রেনে সিলেট যেতে হবে। সিলেট বাসস্টেশন হতে বাস/মাইক্রোবাস/প্রাইভেট কার/অটোরিক্সায় করে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সদরে যেতে হবে। ফেঞ্চুগঞ্জ সদর থেকে অটোরিক্সায় করে ঘিলাছড়া জিরোপয়েন্ট। এখান থেকেই হাকালুকি হাওরের শুরু।

# টাঙ্গুয়ার হাওর

# Tanguar Haor

## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 105)

# “টাঙ্গুয়ার হাওর”
# Tanguar Haor

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 105)

## ভৌগলিক অবস্থান

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রুপ জলমহলগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা এবং তাহিরপুর উপজেলাস্থ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠা পানির এ হাওর বাংলাদেশের ২য় রামসার এলাকা। স্থানীয় লোকজনের কাছে এ হাওরটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামে পরিচিত। বর্তমানে এ হাওরের মোট জলমহল সংখ্যা ৫১টি এবং মোট আয়তন ৬,৯১২.২০ একর। তবে হিজল-করচ বন, নলখাগড়া বনসহ বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

মানচিত্র: টাঙ্গুয়ার হাওর

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়ের কোলে বিশাল এ জলাভূমি- টাঙ্গুয়ার হাওর পরিযায়ী পাখিদের জন্য এক স্বর্গরাজ্য। মেঘালয় থেকে প্রায় ৩০টি ছোট বড় ঝর্ণা বা ছড়া হাওরে এসে মিশেছে। সারা বিশ্বে এ রকম অনেক জলচর পাখির আবাস রয়েছে। যেসব জলাভূমিতে পাখির বসবাসের উপযোগী পরিবেশ, খাবার এবং নিরাপত্তা থাকে, সেসব জায়গাতে হাজার হাজার বছর ধরে পরিযায়ী পাখিরা আসা-যাওয়া করে। টাঙ্গুয়ার হাওরে আসলে কবে থেকে পাখি আসা শুরু হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তবে মেঘালয়ের পাহাড় সৃষ্টির পর এ জলাভূমির গোড়াপত্তন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ, মেঘালয়ের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির জলই এ হাওরের তথা পাখিসহ সব জীববৈচিত্র্যের প্রাণ।

টাঙ্গুয়ার হাওরের প্রধান যে বিলগুলোতে পাখিদের আনাগোনা বেশি থাকে সেগুলো হলো- লেচুয়ামারা বিল, বাগমারা বিল, রোয়া বিল, চটাইন্নার বিল ও তার খাল, বেরবেড়িয়ার বিল, তেকুন্নার বিল, রূপাবই বিল, হাতির গাতা, বাইল্লার ডুবি, উলান বিল, কলমার বিল ইত্যাদি। টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়, যার মোট সংখ্যা ৬৫ হাজারের বেশি। জলচর পাখি জরিপের গণনা অনুযায়ী, প্রতি বছর শুধু শীতকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশ থেকে প্রায় ৮৪ প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এ হাওরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে, প্রায় ১৫০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, ১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ২৭ প্রজাতির সরিসৃপ ও ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণীর আবাসস্থল এই টাঙ্গুয়ার হাওর। হিজল-করচের দৃষ্টি নন্দন সারি ছাড়াও নলখাগড়া, দুধিলতা, নীল শাপলা, পানিফল, শোলা, হেলেঞ্চা, শতমূলি, শীতলপাটি, স্বর্ণলতা, বনতুলসী ইত্যাদিসহ দু'শ প্রজাতিরও বেশী গাছগাছালী রয়েছে এ প্রতিবেশ অঞ্চলে।

এ হাওর শুধু একটি জলমহাল বা মাছ প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও আহরণেরই স্থান নয়। এটি একটি মাদার ফিশারী। ১৪১ প্রজাতিরও বেশি স্বাদু পানির মাছ পাওয়া যায় এ হাওরে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রুই, কালি বাউশ, কাতল, আইড়, বোয়াল, গাং মাগুর, বাইম, তারা বাইম, গুলশা, গুতুম, টেংরা, তিতনা, গজার, গরিয়া, বেতি, কাকিয়া ইত্যাদি।

## টাঙ্গুয়ার হাওরের বৈশ্বিক গুরুত্ব

টাঙ্গুয়ার হাওরে যেসব পরিযায়ী পাখি আসে, তার মধ্যে হাঁস প্রজাতির জলচর পাখিই প্রধান। বাংলাদেশে পরিযায়ী হাঁসের জন্য এ হাওর অন্যতম বড় অভয়ারণ্য। এসব পরিযায়ী পাখি হাজার হাজার মাইল দূরের পথ উড়ে উড়ে এই দেশে আসে তীব্র শীত ও খাদ্যাভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য। শীতকালে, বিশেষত নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে এই হাওর জুড়ে। গবেষণা মতে, টাঙ্গুয়ার হাওরে ১৬৭ প্রজাতির পাখির মধ্যে ৮৪ প্রজাতিই পরিযায়ী পাখি। এ ৮৪ প্রজাতির মধ্যে ১৯ প্রজাতিই পরিযায়ী হাঁস। তবে বছরভেদে পাখির সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। কোন কোন স্থানে কিলোমিটারের বেশী এলাকা জুড়ে শুধু পাখিদের ভেসে থাকতে দেখা যায়। ২০২০ সালে পরিচালিত জলচর পাখিশুমারী অনুযায়ী, ৩৫ প্রজাতির ৫১,৩৬৮টি জলচর পাখি পাওয়া গেছে। এ হাওরে বাংলাদেশে বিরল ও বিশ্বব্যাপী 'বিপদাপন্ন' বৈকাল-তিলিহাঁস *(Sibirionetta formosa)*, বাংলাদেশ ও বিশ্বে প্রায়-হুমকিগ্রস্ত মরচেরং-ভুতিহাঁস *(Aythya nyroca)* ও ফুলুরি-হাঁস *(Mareca falcata)* ইত্যাদি পাখির দেখা মেলে ।

বাংলাদেশে এবং বিশ্বে 'বিপদাপন্ন' হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঙ্গলের *(Haliaeetus leucoryphus)* দেখা মেলে এই হাওরের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে। প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্মৃতি রয়েছে।

প্রায় ৪০,০০০ মানুষ এই হাওরের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট নাজুক বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে টাঙ্গুয়ার হাওরকে Ecologically Critical Area (ECA) বা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি টাঙ্গুয়ার হাওর রামসার সাইট (Ramsar site) এর তালিকায় স্থান করে নেয়।

## এছাড়া আরও যেসকল প্রজাতির পাখি এই হাওরটিতে দেখা যায় তা হল

এ হাওরে হাঁস পরিবারের পরিযায়ী পাখিরা হলো খয়রা-চখাচখি *(Tadorna ferruginea)*, পাতি-চখাচখি *(Tadorna tadorna)*, নাকতা হাঁস *(Sarkidiornis melanotos)*, উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)*, উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)*, লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)*, পাতি-ভুতিহাঁস *(Aythya ferina)*, দেশি-মেটেহাঁস *(Anas poecilorhyncha)*, মেটে-রাজহাঁস *(Anser anser)*, গিরিয়া-হাঁস *(Spatula querquedula)*, নীল-মাথাহাঁস *(Anas platyrhynchos)*, পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)*, টিকি-হাঁস *(Aythya fuligula)*, ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)*, পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)*, ও পিয়াং হাঁস *(Mareca strepera)*। অন্যান্য প্রজাতির পাখিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ কালালেজ-জৌরালি *(Limosa limosa)*, কালামাথা-গাংচিল *(Larus ridibundus)*, খয়রামাথা-গাংচিল (*Larus brunnicephalus)*, উত্তুরে-টিটি *(Vanellus vanellus)*, মেটেমাথা-টিটি *(Vanellus cinereus)*, কালাপাখা- ঠেঙ্গি *(Himantopus himantopus)*, তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)*, পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)*, গেওয়ালা-বাটান *(Calidris pugnax)*, ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)*, কালামাথা-কাস্তেচরা *(Threskiornis melanocephalus)*, খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)*, পশ্চিমা-পানকাপাসি (*Circus aeruginosus)*, পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)*, পাকরা-কাপাসি *(Circus melanoleucos)*, সাইবেরীয়-চুনিকণ্ঠী *(Calliope calliope)*, লালগলা-ফিদ্দা *(Calliope pectardens)*, ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectoralis)*, নীলগলা-ফিদ্দা *(Cyanecula svecica),* সিট্রিন-খঞ্জন *(Motacilla citreola)*, বেইলন-গুরগুরি *(Zapornia pusilla)*, রিচারডের-তুলিকা *(Anthus richardi)*, কালামুখ-চটক *(Emberiza spodocephala)*, গোলাপি-তুলিকা *(Anthus roseatus),* বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)*, উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)*, বাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)*, ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus agricola)*, কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)*, পাতি-চিফচ্যাফ *(Phylloscopus collybita)*, কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* ইত্যাদি।

## মরচে রং ভুতিহাঁস
**Ferruginous Duck**

## উত্তুরে খুন্তেহাঁস
**Northern Shoveler**

## গিরিয়া হাঁস
**Garganey**

## খয়রা কাস্তেচরার ঝাঁক
**Glossy Ibis Flock**

## বেগুনি কালেম
**Purple Swamphen**

## লালঝুঁটি ভুতিহাঁস
**Red-crested Pochard (Male and Female)**

## ছক ১ঃ টাঙ্গুয়ার হাওরে প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত পাখির বিস্তারিত তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| বৈকাল-তিলিহাঁস *(Sibirionetta formosa)* | বিপদাপন্ন | তথ্য অপ্রতুল |
| ফুলুরি-হাঁস *(Mareca falcata)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| পাতি-ভুতিহাঁস *(Aythya ferina)* | সংকটাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মরচেরং-ভুতিহাঁস *(Aythya nyroca)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| কালামাথা-কাস্তেচরা *(Threskiornis melanocephalus)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | বিপদাপন্ন |
| কালালেজ-জৌরালি *(Limosa limosa)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| পালাসি-কুরাঙ্গিগল *(Haliaeetus leucoryphus)* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |

## ছক ২ঃ টাঙ্গুয়ার হাওরে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| খয়রা-চখাচখি *(Tadorna ferruginea)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-চখাচখি *(Tadorna tadorna)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নাকতা হাঁস *(Sarkidiornis melanotos)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গিরিয়া হাঁস *(Spatula uerquedula)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| দেশি-মেটেহাঁস *(Anas poecilorhyncha)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টিকি-হাঁস *(Aythya fuligula)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পিয়াং হাঁস *(Mareca strepera)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-গাংচিল *(Larus ridibundus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-টিটি *(Vanellus vanellus)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | বিপদাপন্ন |
| মেটেমাথা-টিটি *(Vanellus cinereus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালাপাখ-ঠেঙ্গি *(Himantopus himantopus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গেওয়ালা-বাটান *(Calidris pugnax)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পশ্চিমা-পানকাপাসি *(Circus aeruginosus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাকরা-কাপাসি *(Circus melanoleucos)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectardens)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | মহাবিদাপন্ন |
| সাইবেরীয় চুনিকণ্ঠী *(Calliope calliope)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালগলা-ফিদ্দা *(Calliope pectardens)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| নীলগলা-ফিদ্দা *(Cyanecula svecica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| সিট্রিন-খঞ্জন *(Motacilla citreola)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বেইলন-গুরগুরি *(Zapornia pusilla)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| রিচারডের তুলিকা *(Anthus richardi)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামুখ-চটক *(Emberiza spodocephala)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গোলাপি-তুলিকা *(Anthus roseatus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| ব্লাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus Agricola)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-চিফচ্যাফ *(Phylloscopus collybita)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মেটে-রাজহাঁস *(Anser anser)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নীল-মাথাহাঁস *(Anas platyrhynchos)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

## হুমকিসমূহ

গত কয়েক বছর আগে টাঙ্গুয়ার হাওরের চারপাশের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি লক্ষ্যে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশগত দিক থেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর দিন দিন আরও বিপন্ন হচ্ছে।

হাওরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে বর্ষা মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন হাজারো পর্যটক আসছে। পরিবেশগত সংকটাপন্ন এই হাওরের বৈচিত্র্যের দিকে খেয়াল না করে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ান পর্যটকেরা। উচ্চ শব্দে গানবাজনা চলে। আয়োজন করা হয় জোৎস্না উৎসব। আর হাওরের পানিতে পর্যটকদের ব্যবহৃত পলিথিনসহ নানা ধরনের ময়লা আবর্জনা অবাধে ফেলা হয়। এতে দিন দিন হাওরের পানির স্বচ্ছতা হারিয়ে দূষিত হচ্ছে।

ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া দেশীয় প্রজাতির অনেক সুস্বাদু মাছও। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে 'বিপদাপন্ন' পালাসি-কুরাঙ্গিগল হাওরের সুউচ্চ হিজল-করচ গাছে বাসা করে থাকে। এসব গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলায় এদের প্রজননও অনেক কমে গেছে। তাছাড়া এদের বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক নির্জন জলাভূমি প্রয়োজন। আবাসস্থল ধ্বংস ও খাদ্য সংকটের কারণে এদের অস্তিত্ব আজ হুমকীর মুখে।

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর ও আইইউসিএন, বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে চলমান প্রকল্পের সহায়তায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে হাওর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, হাওর সংরক্ষণ দল গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্প শেষ হওয়ায় বর্তমানে নানা সংকটের কারণে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষিত বিশাল এ হাওরের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না।

টাঙ্গুয়ার হাওর মাছ, পাখি এবং উদ্ভিদের পরস্পর নির্ভরশীল এক অনন্য ইকোসিস্টেম। টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে রাখাসহ সকল জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারের আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া অতীব প্রয়োজন। আর এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা সময় অনুযায়ী বাস্তবায়ন।

## এক নজরে টাঙ্গুয়ার হাওরের কিছু তথ্য

| | |
|---|---|
| **হাওরের ধরণ** | ঃ স্বাদু বা মিঠা পানির হাওর |
| **আয়তন** | ঃ প্রায় ৬,৯১২.২০ একর, তবে বর্ষাকালে সমগ্র হাওরটির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২০,০০০ একর |
| **বনের ধরণ** | ঃ হিজল-করচের বন |
| **অন্তর্গত জেলা** | ঃ সুনামগঞ্জ |
| **জৈব বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান** | ঃ মেঘালয়ের নিকটবর্তী জলাভূমি |
| **ভূতাত্ত্বিক গঠন** | ঃ জলাভূমি |
| **প্রশাসনিক অবস্থান** | ঃ সিলেট বন বিভাগ, সিলেট |
| **পাখির আবাসস্থলের ধরণ** | ঃ জলাভূমি বেষ্টিত এলাকা |

### যাতায়াত

বর্ষাকাল টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। বছরের অন্য সময় সাধারণত এর পানি অনেক কম থাকে। তবে পাখি দেখতে চাইলে যেতে হবে শীতকালে।

ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ: প্রতিদিন ঢাকার সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে মামুন ও শ্যামলী পরিবহণের বাস সরাসরি সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এবং মহাখালী থেকে ছেড়ে যায় এনা পরিবহণের বাস। এসব বাসে করে সুনামগঞ্জ পৌঁছাতে প্রায় ছয় ঘন্টা সময় লাগে।

সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ: সিলেটের কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে সুনামগঞ্জ যাবার লোকাল ও সিটিং বাস আছে। সুনামগঞ্জ যেতে দুই ঘন্টার মত সময় লাগবে।

সুনামগঞ্জ থেকে টাঙ্গুয়ার হাওর: সুনামগঞ্জ নেমে সুরমা নদীর উপর নির্মিত বড় ব্রীজের কাছে লেগুনা/সিএনজি/বাইক করে তাহিরপুরে সহজেই যাওয়া যায়। তাহিরপুরে নৌকা ঘাট থেকে সাইজ এবং সামর্থ অনুযায়ী নৌকা ভাড়া করে যেতে হবে টাঙ্গুয়ার হাওর। তবে শীতকালে পানি কমে যায় বলে লেগুনা/সিএন-জি/বাইক যোগে যেতে হবে সোলেমানপুর। সেখান থেকে নৌকা ভাড়া করে যেতে হবে টাঙ্গুয়ার হাওর। অনেকটা হাউস বোটের মতোই এসব নৌকা। এ নৌকাগুলো সাধারণত টাঙ্গুয়ার হাওরের মূল প্রবেশমুখ গোলাবাড়িতে নোঙ্গর করে। হাওরের ভেতরের পাখির অভয়ারণ্যে কোনো ইঞ্জিন চালিত নৌকা চালানোর অনুমতি নেই। ফলে গোলাবাড়ি থেকে হাওরের মূল অংশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছোট নৌকা ভাড়া করতে হবে।

# হাইল হাওর

# Hail Haor

## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 106)

# ““হাইল হাওর ”
# Hail Haor

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 106)

## ভৌগলিক অবস্থান

হাইল হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটে অবস্থিত একটি বৃহদায়তন জলাভূমি। এ হাওর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার সদর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত। এতে রয়েছে ১৪ টি বিল এবং পানি নিস্কাশনের ১৩ টি নালা। এই হাওরটির মোট আয়তন ১০ হাজার হেক্টর, যার ৪ হাজার হেক্টর পাবন ভূমি, ৪ হাজার ৫১৭ হেক্টর হাওর, ১ হাজার ৪০০ হেক্টর বিল, ৪০ হেক্টর খাল এবং ৫০ হেক্টর নদী।

মানচিত্রঃ হাইল হাওর

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

দেশের অন্যতম এক মৎস্য ভান্ডার, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য বেশ পরিচিত হাইল হাওর। হাইল হাওরের পানির প্রধান উৎস গোপলা নদী। এ নদী উজানে বিলাসছড়া থেকে উৎপত্তি লাভ করে হাইল হাওরকে দ্বিখন্ডিত করে ভাটিতে নবীগঞ্জের বিজনা নদীর মাধ্যমে মেঘনার ঊর্ধ্বাংশের সাথে মিলিত হয়েছে। হাইল হাওরের তিন দিকেই পাহাড়ি টিলাভূমি ও চা-বাগান। এই পাহাড় ও চা-বাগান থেকে অসংখ্য ছড়া (খাল) বেরিয়ে এসে হাইল হাওরে পড়েছে। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সামান্য অংশ হাইল হাওরে থাকলেও মূলত হাওরটি শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওর নামেই পরিচিত। সুবিশাল জলরাশির হাইল হাওরে ছোট-বড় মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ৬৪টি বিল। এর মধ্যে পাঁচটি ভরাট হয়ে বর্তমানে আছে ৫৯টি।মৎস্য সম্পদের এই বিশাল ভান্ডারে একসময় ৯৮ প্রজাতির মাছের আবাস ছিল। এর মধ্যে ২১ প্রজাতি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর বিলুপ্তির পথে রয়েছে ১১ প্রজাতি। এরই মধ্যে হাইল হাওর থেকে একবারেই বিলীন হয়ে গেছে মহাশোল, গুজিআইড়, চেকা, ছ্যাপচেলা, লালখলিশা, চাপিলা, নাফতানি, বাঘাইড়, খারুয়া, বাচা, বাঁশপাতা, রিটা, নাপতে কৈ, একথুটি, টাটকিনি প্রজাতির দেশীয় মাছ। বিলুপ্তির পথে রয়েছে রানী মাছ, তারাবাইন, পাবদা, গুলসা, গুটিবাইন, চিতল, গজার, মেনি, কুটিয়া, ফলি, চেকা, চাপচেলা, লাল খলিশা, শাল বাইন, কাকিলা, দাড়কিরা, তিত পুঁটি মাছ। মাছ ছাড়াও হিজল-করচ ও নলখাগড়ার বনে সমৃদ্ধ এ হাওর পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর এক বিশাল অভয়াশ্রম।

## বাইক্কা বিল

২০০৩ সালের ১ জুলাই সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে হাইল হাওরের চাপড়া, মাগুড়া ও যাদুরিয়া বিল নিয়ে গঠিত প্রায় ১৭০ হেক্টর আয়তনের একটি জলাভূমি বাইক্কা বিলকে স্থায়ী মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে এই বিল মাছের জন্যেই শুধু নয়, পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্যও একটি চমৎকার নিরাপদ আবাসস্থল। এটি শাপলা আর পদ্মবেষ্টিত নয়নাভিরাম একটি জলাভূমি। দেশীয় ও পরিযায়ী পাখিদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিলে রয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও একটি চমৎকার তথ্যকেন্দ্র টাওয়ারটি তিনতলা বিশিষ্ট। দেশীয় পাখির মধ্যে ধলা-বালিহাঁস, সাপপাখি, পাতি পানমুরগি, নেউপিপি, বেগুনি-কালেম, পানকৌড়ি, দেশি-কানিবক, ডাহুক, জলময়ূর, ছোট-ডুবুরি, লালচে-বক, মাছরাঙা, গো-বগা, শঙ্খচিল ইত্যাদি সচরাচর দেখা যায়। বাইক্কা বিলে প্রতিবছর শীত মৌসুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটে। পাখি ছাড়াও মেছো বিড়াল, শিয়ালসহ বেশ কিছু প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণীও দেখা মেলে বিলের আশেপাশে।

## হাইল হাওরের বৈশ্বিক গুরুত্ব

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বিস্তৃত হাইল হাওর এবং হাওরের পাখির অভয়াশ্রম বাইক্কা বিলে বিপুলসংখ্যক পরিযায়ী পাখি আসে। এসব পরিযায়ী পাখি হাজার হাজার মাইল দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এই দেশে আসে তীব্র শীত ও খাদ্যাভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য। শীতকালে, বিশেষত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পরিযায়ী পাখির আনাগোনা থাকে। তবে বছরভেদে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। ২০১৯ সালের পাখি শুমারীর তথ্য অনুযায়ী, ৩৯ প্রজাতির ১১,৬১৫টি দেশীয় ও পরিযায়ী পাখি পাখি পাওয়া গেছে বাইক্কা বিলে। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫,৪১৮টি।

পরিযায়ী পাখি প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বে 'প্রায়-হুমকিগ্রস্ত' মরচেরং-ভুতিহাঁস (*Aythya nyroca*), বাংলাদেশে 'বিপদাপন্ন' ও বিশ্বে 'প্রায়-হুমকিগ্রস্থ' কালামাথা-কাস্তেচরা (*Threskiornis melanocephalus*) ইত্যাদি পাখির দেখা মেলে। এছাড়াও বাংলাদেশে এবং বিশ্বে 'বিপদাপন্ন' হিসেবে বিবেচিত পালাসি-কুরাঙ্গগলের (*Haliaeetus leucoryphus*) দেখা মেলে এই বিলের আশেপাশের হিজল-করচ গাছে। এরা শীত মৌসুমে এদেশে আসে। প্রজনন শেষে বর্ষা মৌসুমে উত্তর মেরুর দিকে চলে যায়। ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এদের বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে।

## এছাড়া আরও যেসকল প্রজাতির পাখি এই হাওরটিতে দেখা যায় তা হল

বিলের হাঁস পরিবারের পরিযায়ী পাখিরা হলো উত্তুরে- লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)*, লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)*, উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)*, গিরিয়া হাঁস *(Spatula querquedula)*, পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)*, ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)*, দেশি- মেটেহাঁস *(Anas poecilorhyncha)*, নীল-মাথাহাঁস *(Anas platyrhynchos)*, রাজ-সরালি *(Dendrocygna bicolour)*, পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)*। অন্যান্য প্রজাতির পরিযায়ী পাখি হলো কালালেজ-জৌরালি *(Limosa limosa)*, খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)*, খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)*, কালাপাখ-ঠেঙ্গি *(Himantopus himantopus)*, তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)*, পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)*, গেওয়ালা-বাটান *(Calidris pugnax)*, টেমিঙ্কের-চাপাখি *(Calidris temminckii)*, মেটেমাথা-টিটি *(Vanellus cinereus)*, ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)*, বাঘা-বগলা *(Botaurus stellaris)*, পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)*, ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectoralis)*, বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)*, উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)*, বাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)*, ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus agricola)*, কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)*, বড়ঠুঁটি-নলফুটকি *(Acrocephalus orinus)*, বৈকাল-ফড়িংফুটকি *(Locustella davidi)*, দাগি-ফড়িংফুটকি *(Locustella thoracica)*, সাইক্সের-ফুটকি *(Iduna rama)*, জার্ডনের-ঝাড়ফিদ্দা *(Saxicola jerdoni)*, পাতি-চিফচ্যাফ *(Phylloscopus collybita)*, কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* ইত্যাদি।

## বেয়ারের ভূতিহাঁস
**Baer's Pochand**

## পাতি সরালি
**Lesser Whistling Duck**

## খয়রা চখাচখি
**Ruddy Shelduck**

## দেশী মেটেহাঁস
**Spot-billed Duck**

## টিকি হাঁস
**Tufted Duck**

## ধলা বালিহাঁস
**Cotton Pygmy Goose**

## ছক ১ঃ বাইক্কা বিলের প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে ও বাংলাদেশে হুমকিগ্রস্ত পাখির তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| মরচেরং-ভুতিহাঁস *(Aythya nyroca)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| কালালেজ-জৌরালি *(Limosa limosa)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| কালামাথা-কাস্তেচরা *(Threskiornis melanocephalus)* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | বিপদাপন্ন |
| পালাসি-কুরাঈগল *(Haliaeetus leucoryphus)* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |

## ছক ২: বাইক্কা বিলে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস *(Anas acuta)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-খুন্তেহাঁস *(Spatula clypeata)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঝুঁটি-ভুতিহাঁস *(Netta rufina)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গিরিয়া হাঁস *(Spatula querquedula)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-তিলিহাঁস *(Anas crecca)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ইউরোশীয়-সিঁথিহাঁস *(Mareca penelope)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| দেশি-মেটেহাঁস *(Anas poecilorhyncha)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নীল-মাথাহাঁস *(Anas platyrhynchos)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| রাজ-সরালি *(Dendrocygna bicolor)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সরালি *(Dendrocygna javanica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রা-কাস্তেচরা *(Plegadis falcinellus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| তিলা-লালপা *(Tringa erythropus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা *(Tringa nebularia)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টেমিঙ্কের-চাপাখি *(Calidris temminckii)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রামাথা-গাংচিল *(Larus brunnicephalus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গেওয়ালা-বাটান *(Calidris pugnax)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধুপনি-বক *(Ardea cinerea)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মেটেমাথা-টিটি *(Vanellus cinereus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পুবের-পানকাপাসি *(Circus spilonotus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধলালেজ-চুনিকণ্ঠী *(Calliope pectoralis)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| বাঘা-বগলা *(Botaurus stellaris)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বাচাল-নলফুটকি *(Acrocephalus stentoreus)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উদয়ী-নলফুটকি *(Acrocephalus orientalis)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ব্লাইদের-নলফুটকি *(Acrocephalus dumetorum)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধানি-ফুটকি *(Acrocephalus agricola)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| কালাভ্রু-নলফুটকি *(Acrocephalus bistrigiceps)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়ঠুঁটি-নলফুটকি *(Acrocephalus orinus)* | তথ্য অপ্রতুল | তথ্য অপ্রতুল |
| বৈকাল-ফড়িংফুটকি *(Locustella davidi)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | নতুন রেকর্ড (রিংগিং হতে প্রাপ্ত তথ্য) |
| দাগি-ফড়িংফুটকি *(Locustella thoracica)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | নতুন রেকর্ড (রিংগিং হতে প্রাপ্ত তথ্য) |
| সাইক্সের-ফুটকি *(Iduna raman)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | নতুন রেকর্ড (রিংগিং হতে প্রাপ্ত তথ্য) |
| জার্ডনের-ঝাড়ফিদ্দা *(Saxicola jerdoni)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | তথ্য অপ্রতুল |
| পাতি-চিফচ্যাফ *(Phylloscopus collybita)* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালচে-ফুটকি *(Phylloscopus fuscatus)* | বিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

বৈকাল-ফড়িংফুটকি

## হুমকিসমূহ

প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জীবন-জীবিকার বিবেচনায় বৃহত্তর সিলেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হল ঐতিহ্যবাহী এই হাইল হাওর। স্থানীয় মৎস্যজীবী-দের সংগঠন থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, হাওরে রয়েছে প্রায় দুই শতাধিক মৎস্য ফিশারি, প্রায় ৫০টি হাঁসের খামার ও প্রায় ২০টি গরু-মহিষের বাথান। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে হাইল হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির পথে। পাবন ভূমি বাঁধ দিয়ে ফিশারি নির্মাণ, অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবহার, ডিমওয়ালা মা মাছ নিধন, চাষযোগ্য কৃষিজমি ও পাহাড়ি এলাকায় লেবু, আনারস বাগানে কীটনাশক ব্যবহার, হাওরের নাব্যতা হ্রাস ও জলাশয় দূষণের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। উপজেলার বিভিন্ন চা-বাগান, লেবু বাগান ইত্যাদিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় তা চক্রাকারে হাওরের পানিতে এসে পড়ছে। এতে হাওরে মাছের মৃত্যু ঘটছে এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রতি বছর দুই সেন্টিমিটার করে হাইল হাওরের তলদেশে বালু ভরাট হচ্ছে। মাটি ভরাট করে অনেকে বসতবাড়ি বানাচ্ছে। শুরু থেকেই বাইক্কা বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করে আসছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'বড় গাঙ্গিনা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন'। সংগঠনের তথ্যমতে, ফিশারীর নামে দখলসহ বিভিন্ন কারণে হাইল হাওর জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছে। প্রধানত জলজ বন কমে যাওয়া এবং পাখি শিকারের কারণে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় পাখির সংখ্যা বেশ কমে এসেছে।

পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের আশেপাশের জলজ বন কমে গেছে অন্তত ৫০ শতাংশ। নিয়ম না মেনে বাইক্কা বিলের আশেপাশে তৈরি করা হচ্ছে ফিশারি। যার কারণে উদ্ভিদ ও জলজ বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া বাইক্কা বিলের ভেতরে পাখি শিকার

বন্ধ করা গেলেও হাইল হাওরের বিশাল এলাকায় জনবল সংকটের কারণে বন্ধ করা যাচ্ছে না পাখি শিকার। প্রতি রাতেই বিষটোপ এবং বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে নতুন পদ্ধতিতে পাখি শিকার করছে চোরা শিকারিরা। পাখিরা রাতে খাবারের সন্ধানে বাইক্কা বিল থেকে হাইল হাওরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন এসব জালে আটকা পড়ে।

দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক জলাভূমি হাইল হাওরের জীববৈচিত্র্য, মাছ-পাখির অভয়াশ্রম বাইক্কা বিল রক্ষাসহ হাওরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর অতীব জরুরি। আর এজন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে বন অধিদপ্তর,পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ।

## এক নজরে হাইল হাওরের কিছু তথ্য

| | |
|---|---|
| **হাওরের ধরণ** | ঃ স্বাদু বা মিঠা পানির হাওর |
| **আয়তন** | ঃ প্রায় ১০ হাজার হেক্টর |
| **বনের ধরণ** | ঃ হিজল-করচ ও নলখাগড়ার বন |
| **অন্তর্গত জেলা** | ঃ মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলা |
| **জৈব বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থান** | ঃ নদীবিধৌত জলাভূমি |
| **ভূতাত্ত্বিক গঠন** | ঃ জলাভূমি |
| **প্রশাসনিক অবস্থান** | ঃ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার |
| **পাখির আবাসস্থলের ধরণ** | ঃ হিজল-করচ ও নলখাগড়ার বন এবং জলাভূমিবেষ্টিত এলাকা |

### যাতায়াত

ঢাকা থেকে সড়ক বা রেলপথে সরাসরি শ্রীমঙ্গল যেতে হবে। শ্রীমঙ্গল থেকে হাইল হাওর বা বাইক্কা বিলে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোনো পরিবহন সেবা নেই। তাই যেতে হবে নিজস্ব কিংবা ভাড়া করা গাড়ি অথবা সিএনজি চালিত অটোরিক্সায়। শ্রীমঙ্গল শহর ছেড়ে মৌলভীবাজার সড়কে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ চলার পর মূল সড়ক ছেড়ে হাতের বাঁয়ে পাকা সড়ক দিয়ে যেতে হবে বাইক্কা বিলে। এ পথে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার চললেই বাইক্কা বিলের প্রবেশ পথ।

# গাঙগুইরার চর

# Ganguirar Char

## East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 141)

# গাঙগুইরার চর
# Ganguirar Char

East Asian-Australasian Flyway Network Site (EAAF 141)

## ভৌগলিক অবস্থান

গাঙগুইরার চরটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার পূর্ব মেঘনা মোহনায় জেগে উঠা একটি চর। এটি এখনো মানব বসতিহীন একটি বিচ্ছিন্ন কাদাচর। এই চরটির পূর্বে হাতিয়া উপজেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ উপজেলা এবং উত্তরে জাহাজের চর অবস্থিত।

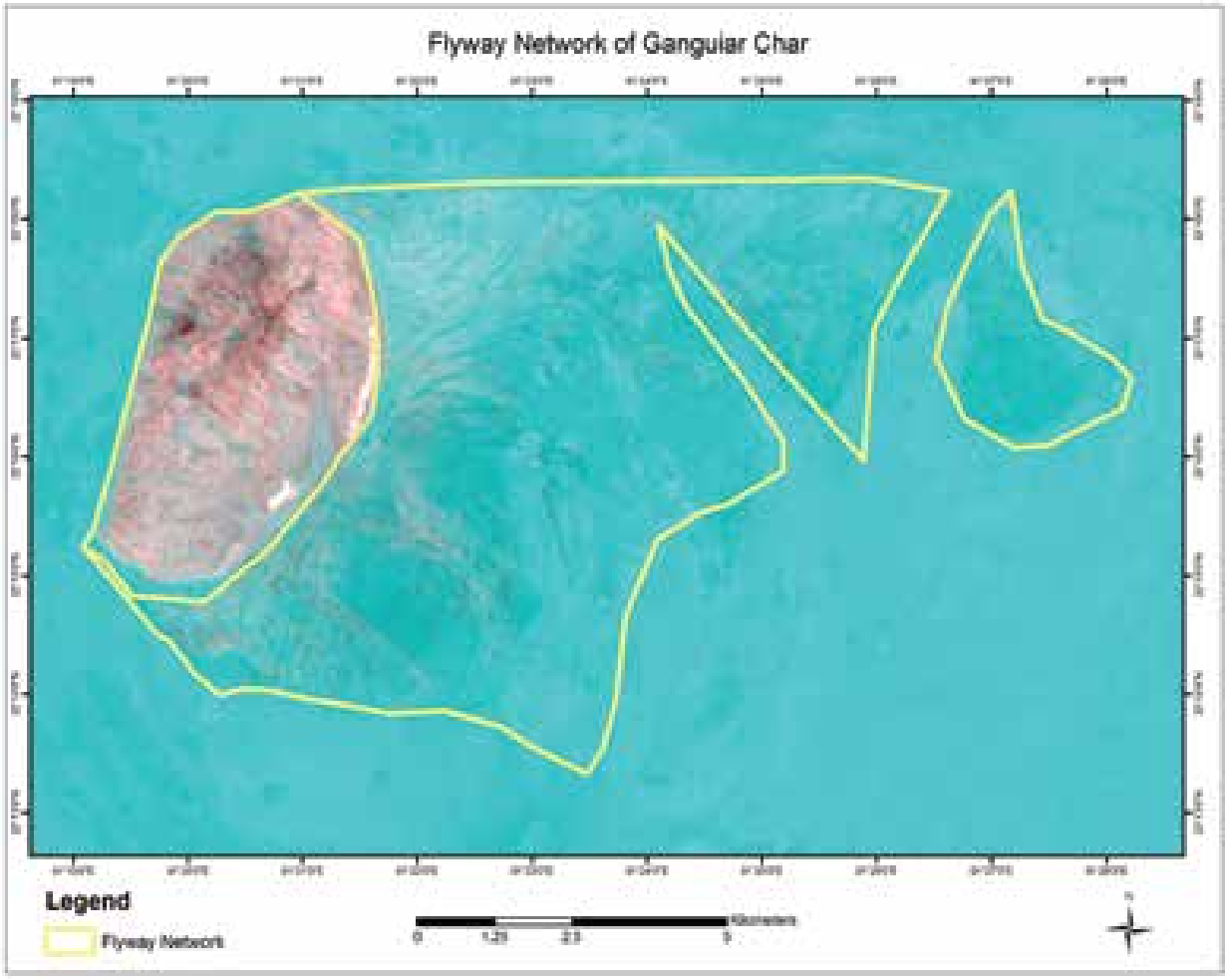


মানচিত্রঃ গাঙগুইরার চর

## জীববৈচিত্র্যের পটভূমি

প্রতি বছর তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখি এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় শীতকাল যাপনের জন্য আসে। এশিয়া তথা বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো এইসব পরিযায়ী পাখিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে প্রায় ১৫৫ প্রজাতির প্রায় ২০,০০০ জলচর পাখি আসে। যার মধ্যে ২৪ প্রজাতি বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত পাখিও রয়েছে।

চামচঠুঁটো-বাটান
Spoon-billed Sandpiper

দীর্ঘপথ পরিযায়ী ও তুন্দ্রা অঞ্চলে প্রজননকারী পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুত হ্রাস পাওয়া পাখিদের মধ্যে একটি চামচঠুঁটো-বাটান। যা বিশ্বব্যাপী মহাবিপন্ন। বর্তমানে এই পাখির সংখ্যা ২৪০-৪০০টির মতো। রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে প্রজননকারী এই গুরুত্বপূর্ণ পাখিটি শীতযাপনের জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় কিছু চরাঞ্চলে আসে। এদের মধ্যে গাঙগুইরার চরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। ২০০২-২০০৯ সালের মধ্যে প্রতিবছর এদের প্রজনন ভূমিতে ২৬% হারে এই পাখির সংখ্যা কমেছে। সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ানমারের নানথার, মাত্তামা উপকূল ও বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপ ও গাঙগুইরার চর চামচঠুঁটো-বাটান এর প্রধান শীতকালীন আবাসস্থল।

যেখানে শীতকালীন পাখির মোট সংখ্যার ৮০% পাওয়া যায়। "বাংলাদেশ চামচঠুঁটো-বাটান সংরক্ষণ প্রকল্প" বিগত ২০১৫-১৮ সালের মধ্যে একাধিক জলচর পাখি ও এদের আবাসস্থল জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের পূর্ব-উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ শীতকালীন আবাসস্থল চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের দিক বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে হাতিয়া উপজেলার আওতাধীন গাঙগুইরার চরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

## গাঙগুইরার চরের বৈশ্বিক গুরুত্ব

২০১৫-১৮ সালের একাধিক জরিপে গাঙগুইরার চর ও এর আশেপাশের চরাঞ্চলে প্রতিবছর সর্বমোট ৪২ প্রজাতির গড়ে ২৫,০০০ পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। এই বিশাল সংখ্যাটি বৈশ্বিক পরিযায়ী পাখিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া এই চরের পার্শ্ববর্তী মেঘনা মোহনা বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ডলফিন প্রজাতি ও ইলিশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শীতকালীন পাখি জরিপ থেকে দেখা গেছে রামসার নীতিমালা (**রামসার কনভেনশন-২০০৭**) অনুযায়ী গাঙগুইরার চরটি একাধিক মানদণ্ডকে পূরণ করে। যেখানে কনভেনশনে বলা আছে, অন্তত একটি নীতিকে পূরণ করলেই সে স্থানকে বৈশ্বিকভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। এর মধ্যে বিশেষ মানদণ্ড হল, চরটি যথাক্রমে বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন, বিপন্ন ও মহাবিপদাপন্ন ইরাবতী ডলফিন *(Orcaella brevirostris)*, নডম্যানের সবুজপা *(Tringa guttifer)*, বড়নট *(Calidris tenuirostris)* ও চামচঠুঁটো-বাটান *(Calidris pygmaea)* এর শীতকালীন আবাসস্থল হিসেবে চিহ্নিত যা কিনা রামসার নীতি-২ কে সমর্থন করে।

ইরাবতী ডলফিন
**Irrawarddy Dolphin**

বৈশ্বিক পরিযায়ন পথের মোট পাখি প্রজাতির ১% পাখি, যার মধ্যে আছে কেন্টিশের-জিরিয়া *(Charadrius alexandrines)*, ছোট-ধুলজিরিয়া *(Charadrius mongolus)*, বড়-ধুলজিরিয়া *(Charadrius leschenaultia)*, মোটাঠুঁটি-বাটান *(Limicola falcinellus)*, টেরেকের-বাটান *(Xenus cinereus)* ও চামচঠুঁটো-বাটান *(Calidris pygmaea)* এদের শীতকালীন আবাসস্থল এই চর। যা রামসার নীতি-৬ কে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করে। এছাড়া বলা যায় এই চরটিতে প্রতি বছর ২০,০০০ বা তারও অধিক জলচর পাখি বিচরণ করে যা রামসার নীতি-৫ কে সমর্থন করে।

মেটে/ধূসর রাজহাঁস
**Greylag Goose**

## বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত গাঙগুইরার চরে পাখি প্রজাতিসমূহ

**বড়-নট**
**Great Knot**

**নডম্যান-সবুজপা**
**Nordmann's Greenshank**

## পাতি-সবুজপা
**Common Greenshank**

## দাগিলেজ-জৌরালি
**Bar-tailed Godwit**

## ইউরেশীয়-গুলিন্দা
**Euresian Curlew**

## কালামাথা-কাস্তেচরা
**Black-headed Ibis**

## গুলিন্দা-বাটান
**Curlew Sandpiper**

## বড় গুটি ঈগল
**Greater Spotted Eagle**

## গাঙগুইরার চরে প্রাপ্ত বৈশ্বিকভাবে হুমকিগ্রস্ত পাখির বিস্তারিত তালিকা

| বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| কালালেজ- জৌরালি<br>*Limosa limosa* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| দাগিলেজ- জৌরালি<br>*Limosa lapponica* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা<br>*Numenius arquata* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| নডম্যান-সবুজপা<br>*Tringa guttifer* | বিপদাপন্ন | মহাবিপদাপন্ন |
| বড়-নট<br>*Calidris tenuirostris* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |
| লাল-নট<br>*Calidris canutus* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| লালঘাড়-চাপাখি<br>*Calidris ruficollis* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| গুলিন্দা-বাটান<br>*Calidris ferruginea* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| চামচঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris pygmaea* | মহাবিপদাপন্ন | মহাবিপদাপন্ন |
| কালামাথা-কাস্তেচরা<br>*Threskiornis melanocephalus* | প্রায় হুমকিগ্রস্ত | প্রায় হুমকিগ্রস্ত |
| ইরাবতী ডলফিন<br>*Orcaella brevirostris* | বিপদাপন্ন | বিপদাপন্ন |

## গাঙগুইরার চরে প্রাপ্ত পাখির প্রজাতিসমূহ

| পাখির প্রজাতি | বৈশ্বিক অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা) | জাতীয় অবস্থা (আইইউসিএন এর লাল তালিকা ২০১৫) |
|---|---|---|
| দাগি-রাজহাঁস<br>*Anser indicus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধূসর-রাজহাঁস<br>*Anser anser* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-চখাচখি<br>*Tadorna tadorna* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| খয়রা-চখাচখি<br>*Tadorna ferruginea* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-খুন্তেহাঁস<br>*Spatula clypeata* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ইউরেশীয়-সিঁথিহাঁস<br>*Mareca penelope* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| উত্তুরে-লেঞ্জাহাঁস<br>*Anas acuta* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালামাথা-কাস্তেচরা<br>*Threskiornis melanocephalus* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| দেশি-কানিবক<br>*Ardeola grayii* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধুপনি-বক<br>*Ardea cinerea* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বেগুনি-বক<br>*Ardea purpurea* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| বড়-বগা<br>*Ardea alba* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মাঝলা-বগা<br>*Ardea intermedia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-বগা<br>*Egretta garzetta* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মেটে-জিরিয়া<br>*Pluvialis squatarola* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কেন্টিশ-জিরিয়া<br>*Charadrius alexandrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius mongolus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| | | |
|---|---|---|
| বড়-ধুলজিরিয়া<br>*Charadrius leschenaultia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নাটা-গুলিন্দা<br>*Numenius phaeopus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | হুমকির সম্মুখীন |
| ইউরেশীয়-গুলিন্দা<br>*Numenius arquata* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| দাগিলেজ-জৌরালি<br>*Limosa lapponica* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| কালালেজ-জৌরালি<br>*Limosa limosa* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লাল-নুড়িবাটান<br>*Arenaria interpres* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | বিপদাপন্ন |
| বড়-নট<br>*Calidris tenuirostris* | বিপদাপন্ন | হুমকির সম্মুখীন |
| লাল-নট<br>*Calidris canutus* | হুমকির সম্মুখীন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| মোটাঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris falcinellus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| গুলিন্দা-বাটান<br>*Calidris ferruginea* | হুমকির সম্মুখীন | মহাবিদাপন্ন |
| চামচঠুঁটো-বাটান<br>*Calidris pygmaea* | মহাবিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| স্যান্ডারলিং<br>*Calidris alba* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-চাপাখি<br>*Calidris minuta* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| লালঘাড় চাপাখি<br>*Calidris ruficollis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| টেরক-বাটান<br>*Xenus cinereus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-লালপা<br>*Tringa totanus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাতি-সবুজপা<br>*Tringa nebularia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | মহাবিপদাপন্ন |
| বিল-বাটান<br>*Tringa stagnatilis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নডম্যান-সবুজপা<br>*Tringa guttifer* | বিপদাপন্ন | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

| | | |
|---|---|---|
| খয়রামাথা-গাংচিল<br>*Larus brunnicephalus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পালাসি-গাংচিল<br>*Larus ichthyaetus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ছোট-পানচিল<br>*Sternula albifrons* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কালাঠোঁট-পানচিল<br>*Gelochelidon nilotica* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| জুলফি-পানচিল<br>*Chlidonias hybrid* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| কাস্পিয়ান-পানচিল<br>*Hydroprogne caspia* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| নদীয়া-পানচিল<br>*Sterna aurantia* | হুমকির সম্মুখীন | হুমকির সম্মুখীন |
| বড়-গুটিঈগল<br>*Clanga clanga* | সংকটাপন্ন | সংকটাপন্ন |
| উদয়ী-মধুবাজ<br>*Pernis ptilorhyncus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পেরিগ্রিন-শাহিন<br>*Falco peregrinus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| আমুর-শাহিন<br>*Falco amurensis* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পশ্চিমা-পানকাপাসি<br>*Circus aeruginosus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পুবের-পানকাপাসি<br>*Circus spilonotus* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| পাকড়া-কাপাসি<br>*Circus melanoleucos* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| ধলা-খঞ্জন<br>*Motacilla alba* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| সিট্রিন-খঞ্জন<br>*Motacilla citreola* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |
| রিচার্ডের তুলিকা<br>*Anthus richardi* | ঝুঁকিপূর্ণ নয় | ঝুঁকিপূর্ণ নয় |

## হুমকিসমূহ

আপাতদৃষ্টিতে এই চরটি এখন পর্যন্ত সরাসরি কোন ধরণের হুমকির সম্মুখীন নয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী ভাসানচর/ঠ্যাঙ্গার চরে সরকারিভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের পুনর্বাসনের জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ শুরু করলে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য সামগ্রিকভাবে বৃহৎ পরিসরে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এমতাবস্থায় গাঙগুইরার চর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

**মানচিত্রঃ ভাসান চরে রোহিঙ্গা পুনর্বাসন কার্যক্রম (ছবি- ইন্টারনেট)**

**ভাসান চরে রোহিঙ্গা পুনর্বাসন কার্যক্রম (ছবি-ইন্টারনেট)**

গাঙগুইরার চর মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো-বাটান এর পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বৈশ্বিক ও জাতীয়ভাবে হুমকির সম্মুখীন পরিযায়ী পাখি, জলজ প্রাণী ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিটি এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এছাড়া এই চরের উপকূল থেকে দূরবর্তী চ্যানেলসমূহ ইরাবতী ডলফিন ও বোতলনাসা ডলফিনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিচরণ ক্ষেত্র। মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার মোট ৭৫,০০০ হেক্টর এলাকা পুরোটাই একটি গুরুত্বপূর্ণ পাখি বিচরণ ক্ষেত্র যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত অসংরক্ষিত।

মহাবিপন্ন চামচঠুঁটো-বাটান এর অন্যান্য শীতকালীন আবাসস্থলের (মায়ানমারের মাত্তামা ও বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপ) মত এই চরটি এখন পর্যন্ত তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয়, তবে এখানে বৃহৎ পরিসরে চরপাতা জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। যা কিনা পরিযায়ী পাখি ছাড়াও ডলফিন ও অন্যান্য সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমানে উক্ত চরটি এখন পর্যন্ত কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা/নীতিমালার আওতাধীন নয়। তবে এই পাখি অভয়ারণ্যটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি ইলিশ অভয়ারণ্যের একটির সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী জাহাজের চর ও ঠ্যাঙ্গার চর ইতিপূর্বে আইইউসিএন বাংলাদেশ কর্তৃক সম্ভাব্য "সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা" হিসেবে আলোচিত। যা কিনা বঙ্গোপসাগরের বৃহৎ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র প্রকল্পের

দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

**আমরা কি হরিণ, হাতি ও কুমির লালন-পালন করতে পারবো ?**

হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৭ এবং কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি মোতাবেক লাইসেন্স গ্রহণ করে চিত্রা হরিণ, এশিয়ান হাতি ও মিঠা পানির কুমির লালন-পালন করা যায়।

**বন্যপ্রাণী বিষয়ে যে কোন গবেষণার অনুমতি এবং হরিণ, হাতি লালন-পালনের জন্য লাইসেন্স ও বিদেশী পোষা পাখি লালন-পালন, আমদানী সংক্রান্ত এনওসি (NOC) কোথা থেকে প্রদান করা যায় ?**

বন সংরক্ষকের কার্যালয়, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা ।

**বন্যপ্রানী ধরলে, মারলে বা অবৈধ উপায়ে ব্যবসা করলে তাদের কি সাজা দেওয়া হয় ?**

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অর্থদন্ড বা কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হয় ।

**যে কোন দেশীয় পাখি (ময়না, টিয়া, শালিক, ঘুঘু, ডাহুক ইত্যাদি) বা পরিযায়ী পাখি বাজারে, দোকানে বিক্রি করতে দেখলে কি করব ?**

অতিসত্তর নিকটস্থ বন বিভাগ অফিস বা বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটকে অবহিত করব।

**বন্যপ্রাণী অপরাধ সংক্রান্ত কোন তথ্য থাকলে তা কি উপায়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের কাছে প্রদান করা যায় ?**

বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয়, ধরা, হত্যা, আটক, উদ্ধার, চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য প্রদান জন্য যোগাযোগ-

**বন্যপ্রানী অপরাধ দমন ইউনিট**
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল- ০১৬১১৭৮৬৫৩৬, ০১৭২৭৩৭৭৪১১।
ফেসবুক পেইজ: Wildlife Crime Control Unit-WCCU.

**আমরা কি বিদেশ থেকে কুমীর বা সাপের চামড়ার তৈরী মানিব্যাগ, বেল্ট বা উহা হতে উৎপন্ন কোন সামগ্রী দেশে আনতে বা বিদেশে নিতে পারবো ?**

CITES Appendix ভূক্ত প্রজাতিসমূহের ক্ষেত্রে CITES সনদ গ্রহন করে আমদানি বা রপ্তানী করা যাবে। CITES Appendix বর্হিভূক্ত প্রজাতিসমূহের ক্ষেত্রে NOC সনদ গ্রহন করে আমদানি বা রপ্তানী করা যাবে।

**CITES কি?**

CITES অর্থ হল Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. এটি একটি আর্ন্তজাতিক কনভেনশন যা সারা বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণীর বৈধ ব্যবসা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

**আমরা কি হরিণের মাংস খেতে ও হরিণের চামড়ার ব্যবসা করতে পারবো ?**

না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী যে কোন বন্যপ্রানীর মাংস ও সকল বন্যপ্রাণী বা ট্রফি ক্রয়-বিক্রয় করা আইনত নিষিদ্ধ এবং উভয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।

**আমরা কি দেশীয় প্রজাতির পাখির ব্যবসা করতে পারবো ?**

না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী দেশীয় প্রজাতির পাখিসহ সকল বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

**রাস্তায় যে সাপের খেলা বা বানরের খেলা দেখানো হয় সেটা কি বৈধ ?**

না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী লাইসেন্স বা পারমিট ব্যাতিত যে কোন প্রজাতির সাপ বা বানর ধরা, নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায় দখলে রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ ।

**রাস্তায় মাঝে মাঝে কবিরাজরা বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর অংশ নিয়ে (হাঙ্গরের হাড়, মাংশাসী প্রাণীর নখ, বনরুই এর চামড়া, মৃত বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর ট্রফি ইত্যাদি) ক্যানভাস করে ঔষধ বিক্রয় করে, এটি কি আইনগত বৈধ ?**

না, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী অবৈধ। লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হইতে কোন বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর কোন অংশ, মাংস, ট্রফি অথবা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানী-রপ্তানী বা নিজ হেফাজতে আবদ্ধ অবস্থায়

## বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রানী অপরাধ সর্ম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর

**বন্যপ্রাণী কি?**

সাধারণভাবে আমারা বন্যপ্রাণী বলতে বুঝি প্রকৃতিতে বসবাসকারী সকল ধরনের মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণী। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী বন্যপ্রাণী হল "বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা

তাহাদের জীবনচক্র বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ যাদের উৎস বন্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে"। অর্থাৎ "Wildlife means all types and species of wild animals of their different stages of life cycle".

**ট্রফি কি?**

"ট্রফি" অর্থ কোন মৃত বা আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বা উহার কোন অংশ, যাহা পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করিয়া স্বাভাবিকভাবে রাখা হয়, যেমন-

(ক) চামড়া, পশমের মোটা চাদর বা সম্পূর্ণ আংশিক মাউন্টিং বন্যপ্রাণী অথবা ট্যাক্সিডার্মি করা অংশ; এবং

(খ) হরিণের শাখাযুক্ত শিং ও হাড়, কচ্ছপের শক্ত খোলস, শামুক ও ঝিনুকের খোল, হস্তীদন্ত, মৌচাক, পশম, পালক, নখ, দাঁত, খুর এবং ডিম।

**বিপদাপন্ন প্রজাতি ও মহাবিপদাপন্ন প্রজাতি কি ?**

"বিপদাপন্ন প্রজাতি" অর্থ কোন বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা মহাবিপদাপন্ন, বিপন্ন বা বিরল হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং যাহা বিলুপ্ত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন; ও "মহাবিপদাপন্ন" অর্থ কোন বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদ যাহা প্রকৃতিতে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে এবং অদূরে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**আমাদের চারপাশের বিদ্যমান টিকটিকি, কাক, টিয়া, চড়ুই, শালিক, মুনিয়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ ও সাপ কি বন্যপ্রাণীর অন্তর্ভক্ত ?**

হ্যাঁ, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর বন্যপ্রাণীর সংঙ্গানুযায়ী এরা সকলেই বন্যপ্রাণী।

**আমরা কি বাসায় পাখি পুষতে পারি?**

হ্যাঁ অবশ্যই পারবেন বিদেশী বা কেইজবার্ড (যেমন-বারজিগর, লাভবার্ড, ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে-প্যারট ইত্যাদি) প্রজাতি পাখি। তবে দেশীয় কোন প্রজাতির পাখি নয়।

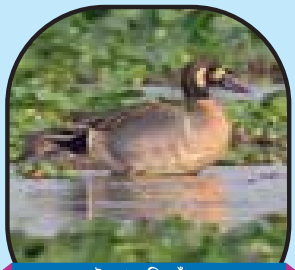

বৈকাল-তিলহাঁস
*(Sibirionetta formosa)*

আকারে গৃহপালিত হাঁসের চেয়ে ছোট। গ্রীষ্মে রাশিয়ায় এবং শীতে এদেশের হাওরাঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিশ্বে বিপদাপন্ন।

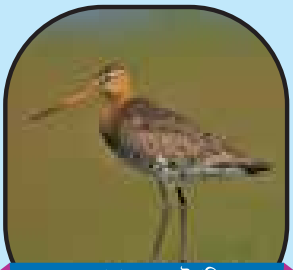

কালালেজ- জৌরালি
*(Limosa limosa)*

আকারে মুরগীর ছোট। গ্রীষ্মে ইউরোপ ও আফ্রিকায় এবং শীতে এদেশের উপকূল ও হাওরে দেখা যায়। বিশ্বে প্রায় হুমকিগ্রস্ত।

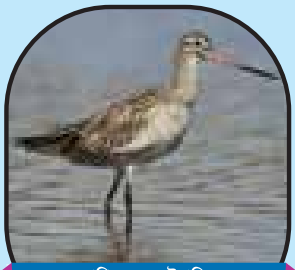

দাগিলেজ- জৌরালি
*(Limosa lapponica)*

আকারে মুরগীর ছোট। গ্রীষ্মে রাশিয়ায় এবং শীতে এদেশের উপকূল ও হাওরে দেখা যায়। বিশ্বে প্রায় হুমকিগ্রস্ত।

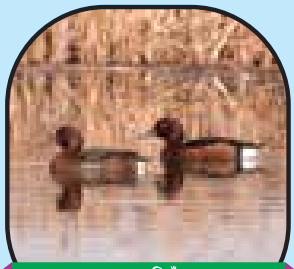

মরচে রং ভুতিহাঁস
*(Aythya nyroca)*

আকারে গৃহপালিত হাঁসের মতো। গ্রীষ্মে ইউরোপ ও আফ্রিকায় এবং শীতে এদেশের হাওর, বিল, উপকূল ও নদীতে দেখা যায়। বিশ্বে প্রায় হুমকিগ্রস্ত।

কালামাথা-কাস্তেচরা
*(Threskiornis melanocephalus)*

আকারে বকের চেয়ে বড়। গ্রীষ্মে ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়ার এবং শীতে এদেশের উপকূল ও হাওরে দেখা যায়। বিশ্বে প্রায় হুমকিগ্রস্ত।

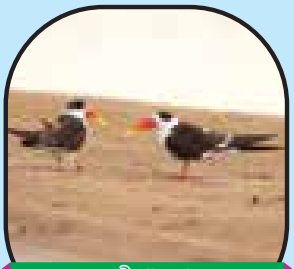

দেশী-গাঙচষা
*(Rynchops albicollis)*

আকারে কাকের সমান। গ্রীষ্মে ভারত, মায়ানমার ও পাকিস্তানে এবং শীতে এদেশের উপকূল ও বড় নদীতে দেখা যায়। বিশ্বে বিপদাপন্ন।

**কেন এদের রক্ষা করব?** আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পাখি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাখিকে বলা হয় প্রকৃতির অলঙ্কার। পাখি পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। পাখির বিষ্ঠা থেকে ফসলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। নদ-নদী ও হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে পাখির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রতিবছর শীতে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আমাদের দেশে আসে আশ্রয় ও খাদ্যের সন্ধানে এবং শীত শেষে ফিরে যায়। কিন্তু দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। পরিযায়ী পাখি হত্যা, শিকার, জলাভূমি গুলোতে নানা ধরনের দূষণের কারণে পাখির সংখ্যা কমেছে। তাই পরিযায়ী পাখিদের শীতকালীন আবাসস্থলগুলো যাতে দূষিত না হয় এবং এদের যাতে শিকার ও হত্যা করা না হয়, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

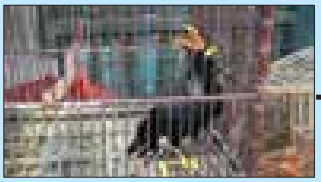

**বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী-**

কোন ব্যক্তি পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যা করিলে, পাখির ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে, দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে বা পরিবহন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

## Extinct Species of Bangladesh (IUCN Red List 2015)

### Extinct Mammals of Bangladesh

### Extinct Birds of Bangladesh

## Extinct Species of Bangladesh (IUCN Red List 2015)

### Extinct Birds of Bangladesh

### Extinct Reptile of Bangladesh

# List of notified Protected Areas (PA) of Bangladesh

## National Park

| Sl. No. | National Parks | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bhawal National Park | Gazipur | 5,022.29 | 11-05-1982 |
| 2. | Modhupur National Park | Tangail/ Mymensingh | 8,436.13 | 24-02-1982 |
| 3. | Ramsagar National Park | Dinajpur | 27.75 | 30-04-2001 |
| 4. | Himchari National Park | Cox's Bazar | 1,729.00 | 15-02-1980 |
| 5. | Lawachara National Park | Moulavibazar | 1,250.00 | 07-07-1996 |
| 6. | Kaptai National Park | Ctg.Hill Tracts | 5,464.78 | 09-09-1999 |
| 7. | Nijhum Dweep National Park | Noakhali | 16352.23 | 08-04-2001 |
| 8. | Medha Kassapia National Park | Cox's Bazar | 395.92 | 04-04-2004 |
| 9. | Satchari National Park | Habigonj | 242.91 | 10-10-2005 |
| 10. | Khadeem Nagar National Park | Sylhet | 678.80 | 13-04-2006 |
| 11. | Baraiyadhala National Park | Chittagong | 2933.61 | 06-04-2010 |
| 12. | Kadigar National Park | Mymensing | 344.13 | 24-10-2010 |
| 13. | Shingra National Park | Dinajpur | 305.69 | 24-10-2010 |
| 14. | Nababgong National Park | Dinajpur | 517.61 | 24-10-2010 |
| 15. | Kuakata National Park | Patuakhali | 1613.00 | 24-10-2010 |
| 16. | Altadeghe National Park | Nagaon | 264.12 | 14-12-2011 |
| 17. | Birgonj National Park | Dinajpur | 168.56 | 14-12-2011 |
| 18. | Sheikh Jamal Inani National Park | Cox's Bazar | 7082.14 | 15-04-2019 |
| | **Sub-Total** | | **52,828.82** | |

## Wildlife Sanctuary

| Sl. No. | Wildlife Sanctuaries | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Rema-kalenga Wildlife Sanctuary | Hobigonj | 1795.54 | 07-07-1996 |
| 20. | Char Kukri-Mukri Wildlife Sanctuary | Bhola | 40.00 | 19-12-1981 |
| 21. | Sundarban (East) Wildlife Sanctuary | Bagerhat | 122920.90 | 29-06-2017 |
| 22. | Sundarban (West) Wildlife Sanctuary | Satkhira | 119718.88 | 29-06-2017 |
| 23. | Sundarban (South) Wildlife Sanctuary | Khulna | 75310.30 | 29-06-2017 |
| 24. | Pablakhali Wildlife Sanctuary | Ctg. Hill Tracts | 42069.37 | 20-09-1983 |

| Sl. No. | Wildlife Sanctuaries | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Chunati Wildlife Sanctuary | Chittagong | 7763.97 | 18-03-1986 |
| 26. | Fashiakhali Wildlife Sanctuary | Cox's Bazar | 1302.42 | 11-04-2007 |
| 27. | Dudh Pukuria-Dhopachari Wildlife Sanctuary | Chittagong | 4716.57 | 06-04-2010 |
| 28. | Hazarikhil Wildlife Sanctuary | Chittagong | 1177.53 | 06-04-2010 |
| 29. | Shangu Wildlife Sanctuary | Bandarban | 2331.98 | 06-04-2010 |
| 30. | Teknaf Wildlife Sanctuary | Cox's Bazar | 11614.57 | 09-12-2009 |
| 31. | Tengragree Wildlife Sanctuary | Barguna | 4048.58 | 24-10-2010 |
| 32. | Sonarchar Wildlife Sanctuary | Patuakhali | 2026.48 | 24-12-2011 |
| 33. | Chandpai Wildlife Sanctuary | Bagherhat | 560.00 | 29-01-2012 |
| 34. | Dudmukhi Wildlife Sanctuary | Bagherhat | 170.00 | 29-01-2012 |
| 35. | Daingmari Wildlife Sanctuary | Bagherhat | 340.00 | 29-01-2012 |
| 36. | Nagarbari-Mohangonj Dolphin (Platanistagangetica) Sanctuary | Pabna | 408.11 | 01-12-2013 |
| 37. | Shilanda-Nagdemra Wildlife (Dolphin) Sanctuary | Pabna | 24.17 | 01-12-2013 |
| 38. | Nazirgonj Wildlife (Dolphin) Sanctuary | Pabna | 146.00 | 01-12-2013 |
| 39 | Pankhali Wildlife (Dolphin) Sanctuary | Khulna | 404.00 | 04-03-2020 |
| 40 | Shibsha Wildlife (Dolphin) Sanctuary | Khulna | 2155.00 | 04-03-2020 |
| 41 | Vodra Wildlife (Dolphin) Sanctuary | Khulna | 868.00 | 04-03-2020 |
| | Sub-Total | | **401912.37** | |

# Special Biodiversity Conservation Area

| 3 | Special Biodiversity Conservation Area | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 42. | Ratargul Special Biodiversity Conservation Area | Sylhet | 204.25 | 31-05-2015 |
| 43. | Altadighi water based Special Biodiversity Conservation Area | Naogaon | 17.34 | 09.06.2016 |
| | Sub-Total | | **221.59** | |

# Marine Protected Area

| Sl. No. | Marine Protected Area | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 44. | Swatch of No-ground Marine Protected Area | South Bay of Bengal | **1,73,800.00** | 27-10-2014 |

# Botanical Garden

| Sl. No. | Botanical Garden | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 45. | National Botanical Garden | Dhaka | **87.10** | 27-08-2018 |

# Eco-Park

| Sl. No. | Eco-Park | Location | Area (ha.) | Date of Notification |
|---|---|---|---|---|
| 46. | Char-muguria Eco-park | Madaripur | 4.20 | 25-08-2015 |
| 47. | Tilagar Eco-park and Wildlife Breeding Centre | Sylhet | 45.33 | 08-01-2019 |
| 48. | Madhabkundu Eco-park | Moulovibazar | 202.35 | 02-05-2019 |
| | Sub-Total | | **251.88** | |

Summary

**National Park – 18** (Forest Department land)
**Wildlife Sanctuary – 23** (Forest Department land)
**Marine Protected Area – 01** (Not Forest Department land)
**Eco-park – 03** (Forest Department land)
**Botanical Garden – 01** (Forest Department land)
**Special Biodiversity Conservation Area – 02** (Forest Department land)

Country's Total Area: 1,47,57,000 ha. (1,47,570 km²)
Total Forest Land (Manage by BFD): 16,84,161.19 ha.
Total Protected Area: 6,29,101.61 ha. (4.263 % of the total country area)
Total Protected Area (Forest Department Land): 4,55,301.61 ha.
(3.085 % of the total country area and 27.03% of the total forest land)

Tanguar Haor

# বন ও পরিবেশ সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. বিশ্ব জলাভূমি দিবস: ২ ফেব্রুয়ারি।
২. বিশ্ব বনরুই দিবস : ফেব্রুয়ারি মাসের ৩য় শনিবার
৩. বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস: ৩ মার্চ।
৪. বিশ্ব ব্যাঙ দিবস : ২০ মার্চ
৫. আন্তর্জাতিক বন দিবস: ২১ মার্চ।
৬. বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস: ৯-১০ মে এবং ১০ অক্টোবর।
৭. আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস: ২২ মে।
৮. বিশ্ব পরিবেশ দিবস: ৫ জুন।
৯. বিশ্ব বাঘ দিবস: ২৯ জুলাই।
১০. বিশ্ব হাতি দিবস: ১২ আগস্ট।
১১. আন্তর্জাতিক শকুন দিবস: ৩ সেপ্টেম্বর।
১২. পৃথিবীতে বনভূমির পরিমান ৩১%।
১৩. পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ৯৮% বনভূমির দেশ ফ্রেঞ্চ গুয়ানা।
১৪. রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া, পেরু এবং ভারতে পৃথিবীর ৬৬% বন অবস্থিত।
১৫. কাতার, জিব্রালটার, হলি সি, মোনাকা, সান ম্যারিনো, সেইন্ট বাথেলিমাই, ফকল্যান্ড, আইল্যান্ড ও সালবার্ড এন্ড জোন মেইন আইল্যান্ডে কোন বনভূমি নাই।
১৬. প্রতিদিন ২০০ বর্গ কিলোমিটার বন হারিয়ে যাচ্ছে।
১৭. প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।
১৮. পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়নের অধিক লোক বনে বাস করে।
১৯. পৃথিবীর স্থলভাগের জীববৈচিত্র্যের ৮০% বন ধারণ করে।
২০. পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ৪০% এর বেশী Tropical Rainforest থেকে উৎপন্ন হয়।
২১. পৃথিবীর মোট গ্রীণ হাউস গ্যাসের ১৭.৪% ডিফরেষ্টেশন এবং ফরেষ্ট ডিগ্রেডেশন থেকে নির্গত হয়।
২২. পৃথিবীতে বনের বায়োমাসে (Bio-mass) ২৮৯ গিগাটন কার্বন মজুদ আছে।
২৩. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ৮,৪৬,০০০ হাজার টন।
২৪. বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ৫৭ টন।
২৫. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) মোট পরিমাণ ২,৭৮,০০০ হাজার টন।
২৬. বাংলাদেশের বনে হেক্টর প্রতি ভূ-উপরিস্থ বায়োমাসের (Bio-mass) পরিমাণ ১৯৩ টন।
২৭. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ৪,২৩,০০০ হাজার টন।
২৮. বাংলাদেশের ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ২৯ টন।
২৯. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ মোট কার্বনের পরিমাণ ১,৩৯,০০০ হাজার টন।
৩০. বাংলাদেশের বনে ভূ-উপরিস্থ হেক্টর প্রতি কার্বনের পরিমাণ ৯৬ টন।

তথ্যসূত্র
i. National Forest Inventory 2016-2019
ii. FAO, UN-REED, UNDP, UNEP & IUCN
iii. বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ

পাখরা উল্টা ঠুঁটি
Pied Avocet
নিঝুম দ্বীপ
LC